"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর
প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।"

এলহাম—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বিশেষ সংখ্যা

সাতশত বছর পর স্পেনে প্রথম মসজিদ

সম্পাদক : এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং ॥ ২৬শে যিল-কদ ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২
৩৬শ বর্ষ
৯ম ও ১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৬ষ্ঠ পারা, ২৩শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : বয়েতের তাৎপর্য	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* কোরবানীর ঈদের খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌলবী মোহাম্মাদ	৬
* 'সাতশত বছর পর স্পেনে প্রথম মসজিদ'	মোঃ খলিলুর রহমান	১১
* 'স্পেন মসজিদ নির্মানের পটভূমি'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* 'মসজিদ-এ-বাশারত' প্রসঙ্গে স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* কর্ডোভা ও পেড্রোআবাদ নির্বাচনের পটভূমি	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮
* খোদ্দামুল আহমদীয়ার জরুরী সার্কুলার		৩২
* মজলিসে আনসারুল্লাহর বিশেষ বিজ্ঞপ্তী		৩৪

"آمدن عید مبارک بادت"

"ঈদের শুভাগমন মোবারক হউক।"

– ইলহাম, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

পবিত্র ঈদুল আয্‌হা উপলক্ষে পাক্ষিক 'আহমদীর'-এর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকা এবং দেশবাসীর খেদমতে জানাই আন্তরিক 'ঈদ মোবারক'।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং : ১৫ই তবুক ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **২৩শ রুকু**

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার উপর (সেইরূপে) ওহী করিয়াছি, যেরূপ আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তীগণের উপর ওহী করিয়াছিলাম। এইরূপে আমরা ইব্রাহীম এবং ঈসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং ঈসা এবং আইয়ুব এবং ইউনুস এবং হারুন এবং সুলায়মানের উপরও ওহী করিয়াছিলাম, এবং আমরা দাউদকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম।

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম) এমন কতক রসুল, যাহাদের সংবাদ আমরা তোমাকে পূর্বে দিয়াছি এবং এমন কতক রসুল যাহাদের সংবাদ আমরা তোমাকে দেই নাই, এবং আল্লাহ্ মুসার সহিত অনেক বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

১৬৬। (আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম) রসুলগণকে শুভ সংবাদ বাহী ও সতর্ককারীরূপে যেন রসুলগণের (আগমণের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন উজর না থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহার (অর্থাৎ এই কালামের) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন সাক্ষ্য দিতেছেন যে তিনি ইহাকে নিজ জ্ঞানে পূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য দিতেছেন এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই সর্বোত্তম।

১৬৮। যাহারা কুফর করে এবং আল্লাহ্র পথে (জনগণকে) বাধা দেয় নিশ্চয় তাহারা চূড়ান্ত পর্যায়ের পথ ভ্রষ্টতায় নিপতিত হইয়াছে।

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা কুফর করে এবং জুলুম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না, তাহাদিগকে কোন পথ দেখাইবেন না ;

১৭০। জাহান্নামের পথ ব্যতিরেকে সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবেন এবং আল্লাহ্র জন্য ইহা সহজ।

১৭১। হে মানব জাতি! নিশ্চয় এই রসুল তোমাদের রবের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন (ইহা) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা কুফর কর তবে (তোমরা স্মরণ রাখিও যে) যাহা কিছু আসমান সমূহে ও যমীনে আছে সব কিছুই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

১৭২। হে আহলে কেতাব! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিওনা এবং আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত কিছু বলিও না: মরিয়ম পুত্র ইসা মসীহ মাত্র আল্লাহর এক রসুল ও তাঁহার সুসংবাদবাণী (র পূর্ণকারী) ছিলে যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং সে তাঁহার তরফ হইতে এক রহমত ছিল. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার (প্রেরিত) সকল রসুলের উপর ঈমান আন, এবং তোমরা বলিওনা যে, (আল্লাহ্) তিন। তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, আল্লাহ্‌ই একক মাবুদ. তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে তাঁহার কোন পুত্র হইবে. যাহা কিছু আসমান সমূহে এবং যাহা কিছু যমীনে আছে. সকলই তাঁহার এবং তাঁহার হিফাজতের পর অন্য কাহারও হিফাজতের প্রয়োজন নাই।

[তফসীরে সগীর হইতে ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ]

অমৃত বাণী

(৪র্থ পাতার পর)

গোনাহ্‌গার ব্যক্তি তাহার গোনাহ্‌র আধিক্য বা প্রচুরতা ইত্যাদির কারণে দোওয়া হইতে যেন কখনও নিরস্ত না হয়। দোওয়া হইল প্রতিষেধক। পরিশেষে দোওয়ার দ্বারা সে দেখিতে পারিবে, গোনাহ্ যে তাহার নিকট কত খারাপ বলিয়া বোধ হয়। পাপে লিপ্ত থাকায় যাহারা দোওয়ার কবুলিয়ত সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া যায় এবং তৌবার দিকে মনোনিবেশ করে না, তাহারা পরিশেষে নবীগণের এবং তাঁহাদের রূহানী তাসির ও প্রভাবের অস্বীকারকারী হইয়া পড়ে।"

(মলফুযাত ১ম খণ্ড. পৃঃ ৩-৪)

অনুবাদ: **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭]

—**হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)**

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রসুলের প্রেম এবং তাঁহাদের জন্য সব কিছু কুরবানী করিতে প্রস্তুত থাকা

(১)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করিতেন :

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিতা করি, তোমার উপর ইমান আনি, তোমার উপর নির্ভর করি, তোমার দিকে নত হই, তোমার সাহায্যে শত্রুর মোকাবিলা করি। হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমার ইজ্জতের পানাহ্ (আশ্রয়) চাই। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ (উপস্য ও আরাধ্য) নাই। তুমি আমাকে বিপথগামীতা হইতে রক্ষা কর। তুমি জীবিত, তুমি ছাড়া কাহারও স্থায়ীত্ব নাই। মানব-দানব সকলেই লয়শীল।" (মুসলিম)

(২)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিতেছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "তিনটি বিষয় যাহার মধ্যে থাকে, সে-ই ইমানের সুস্বাদ অনুভব করিবে। প্রথম আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল অন্য সব চেয়ে তাহার প্রিয় হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়, সে শুধু কাহাকেও আল্লাহ্তায়ালার জন্য ভালবাসে। তৃতীয়, সে আল্লাহ্-তায়ালার সাহায্যে কুফর হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর আবার কুফরে প্রত্যাগমন তেমনই অপ্রিয় মনে করে, যেমন নাকি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপ্রিয় জ্ঞান করে।" (বোখারী)

(৩)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিতেছেন : এক বেদুইন আরব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিয়ামত কখন হইবে ?" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন "তুমি উহার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়াছ ?" বেদুইন বলিল, "শুধু আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর প্রেম।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবে, যাঁহার সহিত প্রেম তোমার আছে।" আর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে : সেই বেদুইন বলিল, "আমি নামায, রোজা এবং সাদকার দ্বারা ত কিয়ামতের কোনও প্রস্তুতি করি নাই। অবশ্য, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি প্রেম রাখি।" (বোখারী)

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

বয়েতের তাৎপর্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোনাহ্‌র রহস্য বা প্রকৃত স্বরূপ ইহা নহে যে, আল্লাহতায়ালা গোনাহ্ সৃষ্টি করিলেন, তারপর সহস্র সহস্র বৎসর পরে (তথাকথিত খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে) গোনাহ্ ক্ষমা করার কথা ভাবিলেন। প্রকৃতপক্ষে মাছির যেমন দুইটা পাখা আছে—একটিতে আরোগ্য এবং অপরটিতে বিষ, মানুষের তেমনি (প্রকৃতিতে) দুইটি পাখা (রূপ শক্তি) আছে—একটি পাপের, আর একটি পরিতাপের, তৌবা এবং অনুসূচনার। ইহা কায়েদা বা স্বাভাবিক নিয়মের কথা। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন তাহার মৃত্যুকে শক্তভাবে প্রহার করে তখন উহার পরে সে অনুতপ্ত হয়। পাখা দুইটি যেন যুগপৎ নড়িতে বা সক্রিয় হইতে আরম্ভ করে। বিষের সঙ্গে প্রতিষেধক রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে বিষ কেন সৃষ্টি করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, যদিও ইহা বিষ কিন্তু চূর্ণ করিবার পর উহা অমৃতের গুণ ধারণ করে। যদি গোনাহ্ না হইত তাহা হইলে দম্ভ ও ঔদ্ধত্ত মানবস্বভাবে বাড়িয়া যাইত, ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তৌবা বা অনুসূচনা উহার প্রতিকার করে, অহংকার ও আত্মশ্লাঘার বিপদ হইতে গোনাহ্ মানুষকে বিরত বা বাঁচাইয়া রাখে। যখন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক নবী (সাঃ) দৈনিক সত্তর বার 'এস্তেগাফার' করিতেন, তখন আমাদের কি করা উচিত? গোনাহ্ হইতে তৌবা সে ব্যক্তিই করে না, যে গোনাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট ও আসক্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে যে গোনাহ্‌কে গোনাহ্ বলিয়া জানে, সে পরিশেষে উহাকে পরিত্যাগ করিবে।

হাদিসে আসিয়াছে, যখন মানুষ বার বার কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট (তাহার পাপের জন্য) ক্ষমা ভিক্ষা করে, তখন পরিশেষে খোদা বলেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পার।' اعمل ما شئت لقد غفرت لك ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন, এখন গোনাহ্ তাহার নিকট খারাপ বলিয়া বোধ হইবে। যেমন মেষকে ময়লা ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কেহ লোভ করিবেনা যে সেও যেন ভক্ষণ করে। তেমনি সেই ব্যক্তিও আর গোনাহ্ করিবে না যাহাকে খোদাতায়ালা ক্ষমা করিয়াছেন। মুসলমান শুকরের মাংসের প্রতি স্বভাবতঃ ঘৃণা পোষণ করে। অথচ সে অন্যান্য সহস্র সহস্র হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ইহার তাৎপর্য এই যে, ঘৃণার একটি নমুনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইয়াছে এবং বুঝান হইয়াছে যে, এমনিভাবে গোনাহ্‌র প্রতি যেন মানুষের ঘৃণার উদ্রেক হয়।

কোরবানীর ঈদের খোৎবা

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

[৯ই জুলাই ১৯৫৭ ইং মসজিদে মোবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যে সকল বুজুর্গ আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমরাও ইসলামের খেদমত কর।

জামাতের যুবকগণ! সাহস কর, ঐ সকল বুজুর্গের অনুসরণ করিয়া ধর্মের খেদমতের জন্য নিজদিগকে পেশ কর।

রুহানিয়তের দিক দিয়া আজও আমাদের দেশে চিশতি, সোহরওয়র্দী ও নক্সবন্দীদিগের প্রয়োজন রহিয়াছে।

হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর স্মরণে আজ কোরবানীর ঈদ, আমি কয়েকবারই বলিয়াছি যে, জনসাধারণ যেভাবে বলিয়া থাকে, হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানী সেভাবের ছিল না। লোকে বলিয়া থাকে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবেহ করিবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)তাঁহাকে জমিনে শায়িত করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে খোদাতায়ালার নিকট হইতে এলহাম পাইয়া জবেহ করিবার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে তাঁহার স্থলে এক দুম্বা জবেহ করিয়াছিলেন। আমি বার বার বলিয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে মক্কার মরু প্রান্তরে ছাড়িয়া আসিবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বপ্ন দেখান হইয়াছিল। কারণ জল ও তরু-লতাহীন প্রান্তরে বসতি স্থাপন করা এক মস্ত বড় কোরবানী--উদাহরণ স্বরূপ যেমন দেখা যায় রাবওয়া মোকামে প্রথম প্রথম কতিপয় ব্যক্তি তাঁবু গাড়িয়া ইহাকে আবাদ করিবার জন্য বসিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ইসমাঈলী সুন্নত পুরা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এখানে বসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, রাবওয়া যেন শীঘ্র আবাদ হইয়া যায়। যদি তাঁহারা কুরবানী না করিতেন এবং রাবওয়া মোকামে আসিয়া বসতি স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হইত না, এখানে বাজারও বসিত না, ঘরবাড়ীও উঠিত না এবং এই জায়গা পূর্বেকার ন্যায় শুষ্ক প্রান্তর রহিয়া যাইত।

আমেরিকায় স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে যে এক আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে, একজন ফ্রান্সবাসী উহার উদ্যোক্তা। তিনি নিজের কাহিনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন আমার

পিতার সহিত এক পাদ্রির বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) এক বড় সাধু ছিলেন, তিনি খোদার জন্য নিজের একমাত্র পুত্রের গলায় ছুরি চালাইয়া দিয়াছিলেন।" ঐ ব্যক্তি আরো লিখিয়াছে, ঘটনাক্রমে আমিও আমার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। আমি সেখান হইতে দৌড়াইয়া পালাইয়া গেলাম। আমার মনে ভয় হইল যে, যদি ঘটনাক্রমে এই বক্তৃতা আমার পিতার পছন্দ হইয়া যায় তাহা হইলে হয়ত তিনিও আমার গলায় ছুরি চালাইয়া দিবেন। আমি সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে সেখানে একটি আমেরিকাগামী জাহাজ খাড়া আছে। আমি উহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। এইভাবে আমি আমেরিকা পৌঁছিয়া গেলাম। এখানে আসিয়া আমি নাস্তিকতাবাদ প্রচার আরম্ভ করিলাম।" মোট কথা, হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ)-এর কুরবানীর বিষয়টি ভুল আকারে প্রচারিত করা হইয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্বপ্নের অর্থ ছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় জানিয়া বুঝিয়া মক্কার জল ও তরুলতাহীন এক প্রান্তর, যেখানে কোন আহার্য বস্তু পাওয়া যায় না সেখানে যেন তিনি আপন স্ত্রী ও পুত্রকে ছাড়িয়া আসেন। তিনি এইরূপই করিলেন। যখন হযরত ইসমাইল (আঃ) বড় হইলেন তখন তাঁর সাধুতা ও সততার দ্বারা নিজের চারিদিকে একদল লোক জমা করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে নামাজ যাকাত সদকা এবং খয়রাত বিষয়ে শিক্ষা দেন। ওমরাহ্ ও হজ্জের পন্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া মক্কাকে আবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তদনুযায়ী তাঁহার কোরবানীর ফলে শত শত বর্ষ হইতে মক্কা আবাদ হইয়া আসিতেছে। প্রায় তিন হাজার বৎসর যাবৎ কাবাঘর আবাদ রহিয়াছে। ইহার তওয়াফ করা হয় এবং হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ঈদুল আজহার কোরবানী নিঃসন্দেহে উক্ত কোরবানীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সেই কোরবানীর স্মরণে নয়, যাহাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাহ্যিকভাবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর গলায় ছুরি চালিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কোরবানীর ঈদ আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন খোদার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার ধর্মের জন্য জঙ্গলে প্রান্তরে চলিয়া যাই এবং সেখানে গিয়া খোদাতায়ালার নাম ঘোষণা করি এবং মানুষকে তাঁহার রসুলের কলেমা পড়াই, যেভাবে আমাদের সম্মানিত সুফীগণ করিয়া আসিয়াছেন। যদি আমরা এইরূপ করি তাহা হইলে আমাদের কোরবানী হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানীর সমতুল্য হইবে। কারণ বিভিন্ন মনের বিভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মনের অবস্থা একরূপ ছিল এবং আমাদের যুগে মানুষের দিলের অবস্থা অন্যরূপ। কিন্তু তবুও উহা নিশ্চয়ই ইসমাইল (আঃ) এর অনুরূপ হইয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে এই কোরবানীর জন্য পেশ কর। আমার দৃষ্টিতে বর্তমান যুগে সেই সকল মোবাল্লেগ হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সদৃশ, যাঁহারা পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় তবলীগের কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। ঐ দেশগুলি অনুন্নত। সেখানকার লোক খোদা ও তাঁহার রসুলের নাম জানিত না। কিন্তু তাঁহারা সেখানে গিয়া তাহাদিগকে খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুলের নাম শুনাইয়াছেন। আমি পূর্বেও এক খোৎবায় জানাইয়াছি যে পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশে খৃষ্টানগণ তাহাদের প্রেসে আহ্‌মদী

পত্রিকা ছাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন আমাদের মোবাল্লিগ-ইন-চার্জ জামাতের একটি পৃথক প্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে এক জায়গায় যান। সেখানে তাঁহার সহিত এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, যাঁহাকে তিনি ইতিপূর্বে খুব তবলিগ করিয়াছিলেন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নাই। পরে তাঁহার নিকট যখন একজন স্থানীয় মোবাল্লিগ পৌঁছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনাদের একজন বড় পাকিস্তানী মোবাল্লিগও আমাকে তবলিগ করিয়াছেন কিন্তু যদি এই নদী (সেই সময়ে তিনি এক নদীর কুল বহিয়া চলিতে ছিলেন) আপন গতিপথ ফিরাইয়া উল্টা দিকে চলিতে চায় তাহা হইলে উহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমার আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন সেই মোবাল্লিগের সহিত একত্রে বাস করার ফলে তাঁহার উপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি আহ্‌মদী হইয়া যান। আমাদের মোবাল্লিগ-ইন-চার্জ বলেন যে, তিনি যখন সেখানে চাঁদা সংগ্রহ করিতে যান, তখন ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তি উক্ত শহরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উদ্দেশ্যে আমি সেখানে আসিয়াছি। তখন আমি তাঁহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম এবং বলিলাম যে, "খৃষ্টানগণ তাহাদের প্রেসে আমাদের কাগজ ছাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছে, যদি তোমাদের খোদার মধ্যে কোন শক্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহার উচিৎ তিনি কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের নিজেদের প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। সুতরাং আমি পৃথক প্রেস বসাইবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি।" তখন সেই আহ্‌মদী বন্ধু বলিলেন, "মৌলবী সাহেব, ইহার পর আমাদের খবরের কাগজ তাহাদের প্রেসে ছাপাইলে বড়ই অপমানের কথা হইবে। আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসিতেছি।" তাঁহার গ্রাম নিকটেই ছিল। তিনি সেখানে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া নগদ পাঁচ শত পাউণ্ড মৌলবী সাহেবের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "প্রেসের জন্য আমার তরফ হইতে এই চাঁদা গ্রহণ করুন।" মোট কথা, আমাদের এই মোবাল্লেগ এমন এক দেশে কাজ করিতেছেন যেখানে শুধুই জঙ্গল। আমাদের মোবাল্লেগ যখন সেখানে প্রথম প্রথম গিয়াছিলেন তখন অনেক সময় তিনি সেখানে গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত কষ্টের সহিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য প্রায় খারাপ হইয়া যাইত। যদিও আমাদের লোকের সংস্পর্শে সেই দেশের লোকদের মধ্যে সভ্যতা দেখা দিয়াছে তথাপি ঐ দেশকে সাদা মানুষের কবর বলা হয়। কারণ সেখানে আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায় না। যখন সাদা মানুষ সেখানে যায় তখন সেখানে উপযোগী আহার্য বস্তু না পাইয়া মারা যায় অথবা আমাশয়ে প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। মোট কথা, বর্তমান যুগে আমাদের যে সকল মুবাল্লেগ পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করিতেছেন তাঁহারা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অত্যন্ত সাদৃশ্য সম্পন্ন। কারণ উক্ত দেশ এখনও জঙ্গলাকীর্ণ। দুনিয়ায় এইরূপ জঙ্গলাকীর্ণ দেশ আর নাই। আমেরিকায় পূর্ব হইতে সভ্যতা স্থাপিত হইয়াছে, ইউরোপেও তাহাই। মধ্য প্রাচ্যও সভ্য হইয়াছে; কিন্তু আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা এখনও অনাবাদ। তাহাদিগের

মধ্যে তবলিগ করিবার জন্য সুদীর্ঘ সফর করিতে হয় এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ইসলামের বাণী পৌঁছাইতে হয়। খোদাতায়ালা এই দেশ আমাদিগের জন্য রাখিয়াছেন, যেন আমাদিগের যুবকগণ সেখানে গিয়া কাজ করিয়া হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অনুরূপ হয়। সুতরাং খোদাতায়ালার ফজলে আমাদের যুবকগণ আফ্রিকার জঙ্গলেও কাজ করিতেছে। কিন্তু আমার ধারণা যে, এই দেশেও উক্ত পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তদনুযায়ী আমি চাই যে, যদি এমন কিছু সংখ্যক তরুণ পাওয়া যায় যাহারা অন্তরে হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি সাহেব (রহঃ)-এর ও হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী (রহঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহা হইলে যে ভাবে সমাজের তরুণগণ তাহ্‌রিকে জাদিদের অধীনে নিজেদের জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছে, তাহারাও নিজেদের জীবন সরাসরি ভাবে আমার নিকট ওয়াক্‌ফ করুক। তাহা হইলে আমি তাহাদিগের দ্বারা এমন পন্থায় কাজ লইব যেন তাহারা মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। তাহারা আমার নিকট হইতে নির্দেশ লইতে থাকিবে এবং এই দেশে কাজ করিয়া যাইবে। আমাদের দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়া বিজন নহে, কিন্তু রুহানিয়তের দিক দিয়া আমাদের দেশ অত্যন্ত খালি হইয়া গিয়াছে এবং আজও এই দেশে চিশতি, সোহ্‌রওয়ার্দী ও নক্সবন্দীদিগের প্রয়োজন রহিয়াছে। তরুণগণ যদি আগে বাড়িয়া না আসে এবং হযরত মাঈনুদ্দিন সাহেব চিশতি (রহঃ) হযরত শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রওয়ার্দী (রহঃ) এবং হযরত শেখ ফরিদুদ্দিন সাহেব শকরগঞ্জ (রহঃ)-এর ন্যায় মানুষ জন্ম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এই দেশ রুহানিয়তের দিক্ দিয়া আরও ফাঁকা হইয়া যাইবে। বরং জনসংখ্যার দিক্ দিয়া মক্কা মোকাররমা যেমন কোন যুগে বিজন ছিল, তেমনি এ দেশ আধ্যাত্মিকভাবে তাহা অপেক্ষা বেশী বিজন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি চাই যে, জামাতের তরুণগণ যেন সাহস সঞ্চয় করে এবং নিজেদের জীবন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে। তাহারা সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কিম্বা তাহ্‌রীকে জাদিদের কর্মচারী হইবে না, পরন্তু নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে, যেরূপ আমি বলিয়া দিব এবং এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নূতন আবাদী কায়েম হইবে এবং আহ্‌মদীদের পন্থা এই হইবে যে, যদিও সত্যকার ভাবে নয় তথাপি রূপকভাবে রাবওয়া ও কাদিয়ানের ভালবাসা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া নূতন কাদিয়ান প্রতিষ্ঠা করিবে। এখনও এই দেশের এমন কতকগুলি এলাকা আছে যেখানে মাইলের পর মাইল ব্যাপী কোন গণ্ডগ্রাম নাই। তাহারা এই রকমই কোন এক জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িবে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী সেখানকার মানুষদিগকে শিক্ষা দিবে। লোকজনকে কোরআন করীম ও হাদীস পড়াইবে এবং নিজের শিষ্য বানাইবে। ইহারা আবার আগে ছড়াইয়া পড়িবে। এই ভাবে সমস্ত দেশে দ্বিতীয়বার সেইরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হইবে যেরূপ পুরাতন সুফীগণের যুগে হইয়াছিল।

ভাবিয়া দেখ, সাহসী ব্যক্তিগণ পুরাণ যুগেও কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এই যে দেওবন্দ দেখিতেছ, ইহা ঐ সকল লোকের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানতবী (রহঃ) সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী (রহঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দরসের সেলসেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ চাহিয়া দেখ, সমস্ত হিন্দুস্তান তাঁহার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে।

অথচ উক্ত যুগ হযরত মায়িনুদ্দিন চিশতি (রহঃ)-এর কয়েক শত বৎসরের পরের যুগ ছিল। কিন্তু তবুও ঐ যুগ রুহানিয়তের দিক দিয়া পূর্বাপেক্ষা কম ছিল না, যখন ইসলাম হিন্দুস্তানে এক মুসাফিরের অবস্থায় ছিল। হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব বেরলবী (রহঃ) নিজ শিষ্যদিগকে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন নদওয়ার দিকে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আরও লোক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এইভাবে ইহারা সকলে মিলিয়া এই দেশে ধর্মের ভিত্তিকে মজবুত করেন। এখন যদিও তাঁহাদের বংশধরগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে, (আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের বংশধরগণকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন) কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের অধঃপতন তাঁহাদিগের ক্ষমতাধীন ছিল না। তাঁহারা যথাসম্ভব ধর্মের সেবা করিয়াছেন। পরন্তু দৈহিক সম্বন্ধের দিক দিয়া মওলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব (রহঃ)-এর বংশধরগণ অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। যখন আমি নদওয়া ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন মৌলবীগণ আমার বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু সেই সময় নদওয়ায় অবস্থানকারী মৌলানা কাসেম (রহঃ)-এর পুত্র বা পৌত্র আমাকে বড়ই সম্মান করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাসা-ওয়ালাদিগকে আমাদের সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমরা যখন সেখানে আসিব তখন যেন তাহারা আমাদিগের সহিত সম্মানসূচক ব্যবহার করে। পরে অবশ্য তিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাশয় পীড়ার জন্য আমি সেই দাওয়াতে উপস্থিত হইতে পারি নাই। এই সফরে আমার সহিত মৌলবী সৈয়দ সরওয়ার শাহ্‌ সাহেব (রাঃ) এবং কাজী সৈয়দ আমীর হুসেন সাহেব (রাঃ)ও ছিলেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মধ্যেও মৌলবী কাশেম নানতবী (রহঃ)-এর শিষ্টাচার অবশিষ্ট ছিল। যদি তাঁহার মধ্যে সেই শিষ্টাচার না থাকিত তাহা হইলে আমার আগমণ উপলক্ষে অপরাপর মৌলবীদের ন্যায় তিনিও মন্দ আচরণ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু সেরূপ না করিয়া তিনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্মানসূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত আমাকে আমন্ত্রণ এবং সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পরে তিনি মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী সাহেবকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠান যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে কতিপয় মৌলবী আমার সহিত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠান, "আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কতিপয় মৌলবী আপনার সহিত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। আমি সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি তাহাদিগকে সব সময় বলিয়া আসিয়াছি যেন এইরূপ করা না হয়। কিন্তু তাহারা বুঝে না।" সে সময়ে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, যিনি অতি ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি মৌলবী সাহেবকে অতিশয় মানিতেন এবং সম্মানের চোখে দেখিতেন এবং তাঁহার কথা রাখিতেন। কিন্তু আসল কথা এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাহারও অনুগামীদের মধ্যে বাধ্যতার স্পৃহা জন্মলাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার যত বড় শিষ্য লাভ হউক না কেন, সে শিষ্য কোন উপকারে আসে না। মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম নানতবী (রহঃ)-এর এই পুত্র অথবা পৌত্র যাঁহার সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার নাম সম্ভবতঃ মোহাম্মদ কিম্বা আহমদ ছিল। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী সকল সময় তাঁহাকে সঠিক পরামর্শ দিতেন

এবং তাঁহাকে দিয়া এমন কাজ লইতেন যাহা দ্বারা ইসলামী চরিত্র সত্যকারভাবে ফুটিয়া উঠে। তদনুসারে ইহারই ফলস্বরূপ তিনি আমাকে সম্মান ও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পরে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সাহেবকে আমার নিকট পাঠাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া ছিলেন, "কতিপয় মৌলবী আপনার সহিত রূঢ় বাক্যালাপ করিয়াছে এবং সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং আপনি সেজন্য কিছু মনে করিবেন না।" সুতরাং আমাদের জামাতের জন্য এই দেশে সুফিগণের পন্থায় কাজ করিবার সুযোগ রহিয়াছে। দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময় যদিও বাহ্যতঃ দেশ জনবহুল ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জন-বিরলতার জন্য মৌলবী কাসেম নানতবী (রহঃ) দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এদেশে আধ্যাত্মিক বংশের প্রসারতার প্রয়োজন, যেন এদেশ ইসলাম ও রুহানিয়তের আলোকে আলোকিত হয়। তদনুযায়ী তিনি এক বিরাট কাজ করেন। যেভাবে তাঁহার পীর সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী সাহেব (রহঃ) করিয়াছিলেন এবং যেভাবে তাঁহার সঙ্গী হযরত ইসমাইল সাহেবের দাদা আ'লা-হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রহঃ) বিরাট কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক যুগের প্রেরিত এবং খোদাতায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ হইয়া থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ যুগের জন্য আদর্শ ছিলেন। (বাকি সকল নবীও নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন)। সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব সরহন্দী (রহঃ) নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী (রহঃ) নিজ যুগের উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেব (রহঃ) নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। পুনরায় দেওবন্দের বুজর্গগণ নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের পিছনে পবিত্র ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। উহার মর্যাদা করা আমাদিগের কর্তব্য। উহা আমাদের স্মরণ রাখা ও উহার অনুসরণ করা উচিৎ। সুতরাং এখনও এমন যুগ রহিয়াছে, আমাদের যে সকল তরুণের মধ্যে কোরবানীর স্পৃহা জাগ্রত, তাহারা গৃহত্যাগী হইতে পারে। তাহারা গৃহত্যাগী হইয়া নূতন আবাস তৈরী করিবে এবং ধীরে ধীরে তথা হইতে সমস্ত এলাকায় ইসলাম এবং ঈমানের আলো ছড়াইতে থাকিবে। তাহারা নিজদিগকে এই উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করুক। আমার চোখে এই কাজ মোটেই অসম্ভব নহে। আমার মস্তিষ্কে এই সমন্ধে একটি স্কীম খেলিতেছে। (উহাই পরবর্তীতে তিনি 'ওয়াকফে জদীদ তাহ্‌রীক' রূপে ঘোষণা করেন —অনুবাদক) যদি এই ভাবে তরুণগণ প্রস্তুত হয়, যাহারা নিজেদের জীবন তাহরীকে জদীদের অধীন নহে বরং আমার নিকট ওয়াক্‌ফ করিবে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবে, তাহা হইলে আমার মনে হয় এই যুগেও ইসলামের খেদমতের এক বড় সুযোগ হইবে, যেভাবে হযরত মোহাম্মদ কাসেম নানতবী (রহঃ) অথবা হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ) এবং অন্যান্য সুফী আউলিয়ার যুগে হইয়া ছিল।

(আল-ফজল, ১লা আগষ্ট ১৯৫৭ইং)

অনুবাদঃ **মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব**
আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

সাতশত বছর পর স্পেনে প্রথম মসজিদ

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ইং. শুক্রবার—ইসলামের ইতিহাসের একটি স্বর্ণঝরা দিন। এই দিনে স্পেনে একটি নূতন মসজিদ উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত আমীরুল মোমেনিন মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। এই মসজিদ হলো স্পেনের মাটিতে প্রায় সাড়ে সাত শত বছর পরে নির্মিত প্রথম মসজিদ। এখন থেকে প্রায় সাড়ে সাত শত বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে স্পেনে মুসলমানদের গৌরব ও ঐতিহ্যময় কৃষ্টি ও সভ্যতার অধঃপতন সূচিত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে স্পেনে মুসলিম শাসনের পর সাত শত এগার খ্রষ্টাব্দে মুসলিম সেনানায়ক তারেকের অভিযান হতে শুরু করে ত্রয়োদশ | চতুর্দশ শতাব্দী স্পেনে যে মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে উঠে, তা' ১৪৯২ সনে স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রানি ইছাবেলার হাতে মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন হয়; এই পতনের পর স্পেন হতে মুসলমানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে বিতাড়িত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হন।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং স্পেনে আহমদীয়া মসজিদের যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেল, সে অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি সমবেত হয়েছেন। আহমদী প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেছেন বিভিন্ন দেশ যথা স্পেন, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, হল্যাণ্ড, স্কেণ্ডেনেভিয়া, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, ঘানা গাম্বিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং আরও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। দুইটি কারণে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) এই মসজিদ স্পেনের ইতিহাসে ইসলামের নব যাত্রার সূচনা করেছে সুদীর্ঘ সাড়ে সাতশ' বছর পর, এবং (২) এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের নব-নির্বাচিত মহান খলিফা (খলিফাতুল মসীহ রাবে) হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর সংগেও দূর-দূরান্ত থেকে সমাগত দর্শকগণ সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মসজিদ স্থাপন এবং আহমদীয়া জামাতের ইসলাম প্রচারের শান্তিপূর্ণ তৎপরতাকে বহুগুণে সাফল্য-মণ্ডিত করুন। আমীন।

স্পেনের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা অবাক না হইয়া পারি না যে কিভাবে একটি দেশে প্রায় সাত | আট শতাব্দী ব্যাপী মুসলমানগণ অত্যন্ত গৌরবের সংগে শাসন করেন, যার ফলে স্পেন সমগ্র ইউরোপের জন্য জ্ঞান ও গুণে, শিক্ষা ও সভ্যতায়, আদর্শ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। এসম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ষ্টেনলি লেনপুল তাঁর "The moors in Spain" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"For nearly eight centuries, under her Mohammadan Rulers, Spain

(অবশিষ্টাংশ ১৮-এর পাতায় দেখুন)

স্পেনে মসজিদ নির্মানের পটভূমি

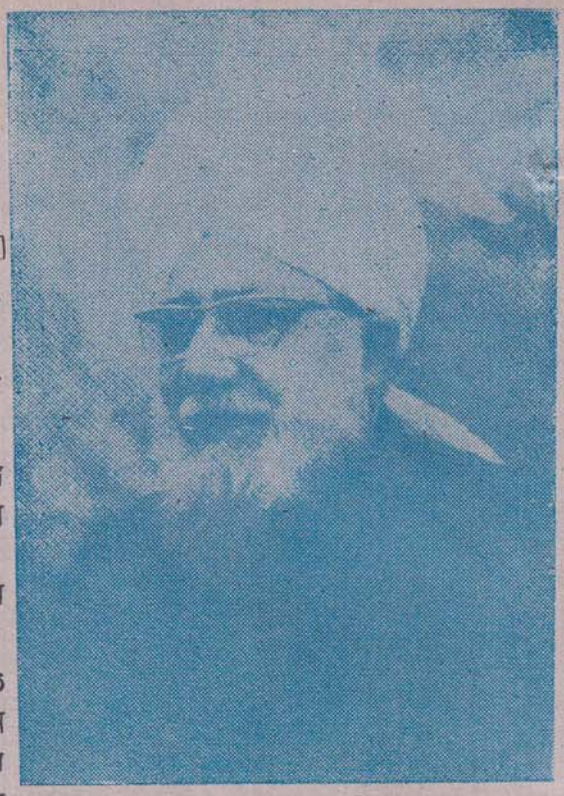

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

[৩০শে অক্টোবর ১৯৮০ ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত মজলিশে আনসারুল্লাহর কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমায় প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ]

স্পেনে মুসলমানগণ তাহাদের রাজত্বকালে দোওয়া, তদবীর, সুপরিকল্পনা এবং বিনয়ের ফলশ্রুতিতে রূহানী ও পার্থিব অসাধারণ কীর্তিসমূহ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইউরোপ সফর কালীন স্পেনে ইসলামের করুণ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ে এমন ব্যথা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছিল যে আমি সারা রাত্রি খোদাতায়ালার হুজুরে দোওয়া করিতে থাকি।

আল্লাহতায়ালা সেই দোওয়ার ফলশ্রুতিতে এরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহার দশ বৎসর পরেই আমরা মসজিদের জন্য সেখানে জমি ক্রয় করার এবং উহার ভিত্তি স্থাপনের তৌফিক লাভ করি।

বারি বর্ষণের ন্যায় এই সকল এলাহী নেয়ামত প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের ঈমানে বিপুল শক্তির সঞ্চার হয়।

তাশাহুদ, তায়াওউজ, এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

২৬শে জুন (১৯৮০ইং) আমি রাবওয়া হইতে সফরে রওয়ানা হইয়াছিলাম এবং ২৬শে অক্টোবর ফিরিয়া আসিয়াছি। এই যাওয়া এবং ফিরিয়া আসায় পূর্ণ চার মাস অতিবাহিত হইয়াছে। উক্ত চার মাসে তিনটি মহাদেশে যুগের পরিস্থিতি যাহা আমি পর্যবেক্ষণ করিয়াছি উহাতো এক দীর্ঘ বৃত্তান্ত, যাহা আমি ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিব।.....উক্ত চার মাসে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সেগুলির একটি পট ভূমি আছে, যাহার অংশবিশেষ আমি বিগত জুমার খোৎবায় 'তাহ্‌রীকে জাদীদ' সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কেননা উহারই ধারাবাহিকতায় এই যুগে আমরা প্রবেশ করিয়া এবং উহার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি। বিভিন্ন ঘটনাবলীর ইহা আর এক ধারাবাহিক শৃংখল। এখন আমি সেগুলির সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিব। তারপর আনছারুল্লার দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিব।

স্পেনে ১৯৭০ সনেও আমি গিয়াছিলাম। প্রথম মাদ্রিদ যাই ; সেখান হইতে কর্ডোভায় যাই। মাদ্রিদের নিকটবর্তী একটি শহর "তুলায়তালা" আছে। এই শহরটি মুসলমান রাজত্ব কালে কিছু কালের জন্য রাজধানী ছিল। ইহা মাদ্রিদ হইতে প্রায় ৭০ মাইল ব্যবধানে

(সঠিক দূরত্ব এখন মনে নাই—কম বেশী এতটাই হইবে)। কর্ডোভা একটি খুব বড় শহর ; তখনও খুব বড় শহরের মধ্যেই উহা গন্য হইত। উহার অধিবাসীদের সংখ্যা তখন এতো বেশী ছিল না। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই শহরটিতে ৬০০ শতটি মসজিদ ছিল। আর উহাদের অন্যতম হইল সেই মসজিদটি, যাহা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদ। যে মসজিদটির শুধু ছাদের নীচেই ৪০,০০০ মুসল্লী নামাজ আদায় করিতে পারেন, এতো বড় মসজিদ উহা। এবং মসজিদটি আবাদ থাকিত দিবারাত্র। প্রতি রাত্রে প্রায় ৩০/৪০ মণ তৈল ইহাতে আলো দেওয়ার জন্য ব্যবহার হইত। তেমনি এই শহরের আশে পাশে আরও কয়েক হাজার মসজিদ ছিল।

তারপর আমরা গ্রানাডায় যাই। সেখানে রহিয়াছে রূহানী ও পার্থিব উভয় প্রকারের আশ্চার্যকর স্মৃতি চিহ্নাবলীর এক ঐশ্বর্যময় সমাবেশ। সেখানে একটি রাজ প্রাসাদ আছে, যাহা বহু মোজেযা ও অলৌকিক-ক্রিয়ার আধার। বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে তাঁহার হুজুরে ঝুঁকিয়া দোওয়ার মাধ্যমে মুসলমানরা লাভ করিয়াছিল—উহার রেখা বিশেষই নয় বরং যে বাস্তব সত্য সমূহ সেখানে ৫০০ শত বৎসর কাল হইতে ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নাবলীর আকারে পড়িয়া আছে, সেগুলি আজও স্পষ্টতঃ দেখা যায়। যে গাইড (Guide) আমরা সংগে লইয়াছিলাম সে বলিল, এখানকার সবচেয়ে বড় মোজেযা হইল পানি। এই পাহাড়ের উপর পানি ছিল না। সেজন্য মুসলমান বাদশাহ্ যখন তাঁহার প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে বলিলেন, "আমি এখানে প্রাসাদ বানাইতে চাই", তখন তিনি ইহাও বলিলেন যে, এখানে পানির প্রয়োজন আছে, উহারও ব্যবস্থা কর।" সেখানে পানির কোন একটি ছোট-খাট প্রস্রবণও ছিল না এবং পহোড়ের চূড়া বরফে ঢাকা থাকার মত এত উঁচুও নয় যাহাতে বরফের পানি প্রস্রবণের ধারায় পাওয়া যাইতে পারে। এই পাহাড়ের এক পার্শ্বে অবস্থিত উপত্যকার ঐ পারে আরও পাহাড় সমূহ উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেগুলি অনেক উঁচু এবং প্রায় সারা বৎসর ব্যাপী বরফে ঢাকা থাকে। পাহাড়ের উপরস্থ বরফ গলে এবং মাটি সেই পানিকে শোষণ করে। তারপর উহা (পানি) ভূ-গর্ভস্থ স্রোতস্বিনীতে প্রবাহিত হইয়া বিশ, পঞ্চাশ এমনকি শত শত মাইল দূরে গিয়া প্রস্রবণের আকারে বহির্গত হয়। কখনও বিস্তীর্ণ সমতল ভূ-খণ্ডে গিয়া সেই প্রস্রবণগুলি বহিয়া বাহির হয়। কখনও পাহাড়ের উপর প্রস্ফুটিত হয় এবং জলপ্রপাতে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রকারের দৃশ্য পাহাড়ের উপর আমরা অবলোকন করি। আপনাদের মধ্যেও হয়তো অনেকেই দেখিয়াছেন ; আমিও দেখিয়াছি। বহু উপর হইতে জলপ্রপাতসমূহ পতিত হয়। সমতল ভূমিতেও ঝর্ণা উৎসারিত হয় এবং পাহাড়ের উপরেও। মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারগণ সেই বরফ ঢাকা পাহাড়গুলি হইতে নিঃসৃত পানি যাহা ভূ-গর্ভের মধ্য দিয়া বড় স্রোতের আকারে প্রবহমান ছিল, সেই পানির সন্ধান লাভ করিলেন, এবং ভূ-গর্ভের মধ্য দিয়া (পানি উহার পৃষ্ঠ দেশকে কায়েম রাখে) সেই পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে প্রাসাদ বানাইবার পরিকল্পনা ছিল, সেখানেলইয়া গিয়া বাহির করিলেন। ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া পড়িল। খোদাতায়ালার

প্রবর্তিত প্রাকৃতিক কানুন অনুযায়ী এবং খোদাতায়ালা মানুষকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহারই এক কল্পনাতীত শান ও মর্যাদা সেখানে পরিলক্ষিত হয়। খোদাতায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর জালওয়া সমূহ প্রকাশিত হইল এবং উহাদেরই সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে—

سخر لكم ما فى السموت و ما فى الارض جميعا منه (الجاثية : ١٤)

("আকাশ মালায় এবং পৃথিবীর মধ্যস্থ সব কিছু তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন"

—জাসিয়া : ১৪)

—ঠিক তদনুযায়ী মাটির তলদেশে খোদাতায়ালা মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে যে পানি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মানবীয় বুদ্ধি খোদাতায়ালার সমীপে বিনীত দোওয়া এবং খোদা প্রদত্ত আপন শক্তি ও ক্ষমতার ফলশ্রুতিতে ভূ-গর্ভে চলমান সেই পানিকে পাহাড়ের চূড়ার উপরে লইয়া আসিলেন। আধুনিক কালের চন্দ্রাভিযানকারী সুসভ্য ও উন্নত মানব বংশধর এখানে কি নিয়ম বা প্রকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে স্পর্শ করিতে বা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত রহিয়াছেন। তাহাদের ভয় এই, যে এমন না হয় যে ইহাকে খুলিয়া দিয়া আবার যদি বানাইতে না পারেন। মুসলমানদের এই অতুলনীয় গৌরব ও মাহাত্ম্য, তাহাদের বিনয় ও দোওয়া এবং তদবীরের ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা কায়েম করিয়াছিলেন।

এই প্রাসাদের প্রশংসামূলক বৈশিষ্ট্য এই যে, তদানীন্তন বাদশাহ্‌ বিপুল আগ্রহভরে অগাধ টাকা-পয়সা ব্যয়ে ইহা নির্মাণ করান। কথিত আছে যে, তিন হাজার প্রস্তর ক্ষোদনকারী ইহা নির্মাণে কয়েক বৎসর ব্যাপী কাজ করিতে থাকে। উহার প্রাচীর এক বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডকে ঘিরিয়া আছে। দেওয়াল, দরজা, গম্বুজ ও মেহ্‌রাবগুলিকে উন্নতকারুকার্যে সুশোভিত করা হইয়াছে। যখন বাদশাহ্‌ তাঁহার সভাসদগণসহ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া এই প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হইলেন তখন শয়তান তাঁহার হৃদয়ে কুপ্ররোচনার উদ্রেক করিল এবং তাঁহার আমিত্ব মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—"আমি কত বড় ঐশ্বর্যশালী বাদশাহ্‌! সারা জগৎ হইতে আগত কয়েক হাজার সুদক্ষ শিল্পী এখানে 'আমার খাতিরে' একত্র হইয়াছে; তাহারা 'আমারই উদ্দেশ্যে' এত বৎসর যাবৎ কাজ করিয়াছে এবং এত মহান কীর্তি স্থাপন করিয়াছে যে সপ্ত আশ্চার্য অপেক্ষাও আশ্চর্যজনক এক প্রস্রবণ মাটির তলদেশ দিয়া পাহাড়ের চূড়ায় পৌছাইয়াছে।" ফল, ফুল ও প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলী তো তাহাদের নিকট খুব পছন্দনীয় ছিলই বটে। তাঁহার আমিত্ব উত্তেজিত হইলে খোদাতায়ালার ফেরেস্তাগণ সহসা তাঁহার অন্তরকে নাড়া দিলেন যে 'আমিই আমি'—একি রব তুমি তুলিয়াছ?' জুমার খোৎবায় আমি বলিয়াছিলাম যে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমাদের নিকট প্রতিটি নিয়ামত আল্লাহ্‌রই প্রদত্ত, তোমাদের বাহুবলে অথবা কোন তদবীর বা ধন-দৌলত দ্বারা তাহা লাভ কর নাই। এই উপলব্ধিই তাঁহার অন্তরকেও তোলপাড় করিয়া তুলে। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং যখন তিনি প্রাসাদের ফটকের বাহিরেই ছিলেন তখন ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ঝাঁপ দিয়া নামিয়া পড়িলেন এবং মাটিতে সেজদা করিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন, "ফিরিয়া চল, আমার থাকার জন্য এই রাজ-প্রাসাদ নহে।" এবং ইঞ্জিনিয়ার-

দিগকে বলিলেন, সকল কারুকার্য মুছিয়া ফেল এবং উহার পরিবর্তে এই প্রাসাদের সকল দরজা, দেওয়াল ও ছাদের গায়ে আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাত ও গুণাবলী লিখিয়া ইহাকে সুশোভিত কর। এবং "লা গালেবা ইল্লাল্লাহু" لا غالب الا الله—বাক্যটিকে এই প্রাসাদের শোভা ও সাজ-সরঞ্জার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ নির্ধারণ কর।" চতুর্দিক দেওয়াল গুলির গায়ে উক্ত বাক্যটি চমৎকারভাবে ক্ষোদিত হইয়া উহার এক সরল রেখা চলিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও ডিম্বাকৃতিতে পাথরে ক্ষোদিত লেখা রহিয়াছে—'আল-কুদরাতু লিল্লাহ্‌ আল-হুকমু লিল্লাহ, আল-ইয্‌যাতু লিল্লাহ।" 'অর্থাৎ, "শক্তি ও ক্ষমতা, আদেশ ও শাসন, সম্মান ও সম্ভ্রম সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র)।

এই সবই আল্লাহ্‌তায়ালার মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রকাশার্থে করা হইয়াছিল। প্রাসাদের দেওয়াল এবং সব কিছুই নিরবে খোদাতায়ালার প্রশংসার গীত গাহিয়া চলিয়াছে। উক্ত কার্য সমাধানে আরও কয়েক বৎসর লাগিল। খোদাইকারীগণ প্রস্তরের উপর এই অক্ষরগুলি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল। কোন কোন অংশের উপর যুগের অবর্তের প্রভাব পড়িয়াছে, কিন্তু অনেকাংশই এমন মনে হয় যেন গতকালই "লা গালেবা ইল্লাল্লাহ" তথায় পাথরে উৎকীর্ণ করা হইযাছে। এই প্রাসাদে এইরূপ একটি গম্বুজ আছে, যাহার মধ্যে 'গারে সওরে' মাকড়সা নবী আকরাম (সাঃ)-এর প্রাণ রক্ষার্থে যে জাল বুনিয়াছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা যে মহান নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন, শত্রু যখন মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পায়রা আসিয়া বাসা তৈরী করিয়াছিল—সেই সত্যটিকে এই গম্বুজে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। পাথরকে এমন ভাবে উৎকিরণ করা হইয়াছে যে মনে হয় যেন এখনই মাকড়সা জাল বুনিয়া গিয়াছে এবং উহার সংগে পায়রা বাসা তৈরী করিয়াছে। ইসলাম ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার রবের প্রতি কত যে গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ সগৌরবে সেখানে বিরাজমান! দেখিয়া আমার অন্তর উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ইহা ৭০ সনের কথা বলিতেছি। আল্লাহ্‌-তায়ালা দোওয়া করার তৌফিক দিয়া থাকেন। অন্তরে এত প্রবল ব্যথা, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইল যে আমি সারা রাত্র খোদার হুজুরে দোওয়া করিতে থাকিলাম যে, 'হে আল্লাহ্‌! তখন সে কি শান ও জাঁকজমক ছিল! আর এখন এই দেশে একটি মুসলমানও অবশিষ্ট নাই। তাহাদের নিজেদের গাফগতি, দুর্বলতা এবং পাপচারের কারণে এখান হইতে ইসলাম নির্বাসিত হইল।' আমি আরও বলিলাম, 'হে খোদা এই জাতির উপরে দয়াপরবশ হও, ইসলামের আলো এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাহাদিগকে পুনরায় দেখাও এবং ইসলামের পতাকাতলে তাহাদিগকে একত্র করার উপকরণ সৃষ্টি কর।' ভোরের আজানের সময় খোদাতায়ালা আমাকে অত্যন্ত প্রীতি ভরে বলিলেন, و من يتوكل على الله فهو حسبه —'যাহারা খোদার উপর ভরসা করে তাহাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট।" ان الله بالغ امره —খোদাতায়ালা বড়ই শক্তিমান, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই কার্যে পরিণত করেন, কেহই উহাতে বাধা দান করিতে পারে না।" قد جعل الله لكل شيء قدرا —"প্রত্যেক কাজের জন্য তিনি একটি সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে অর্থাৎ তোমার দোওয়া তো কবুল করা

হইল কিন্তু উহা পূর্ণতা লাভ করিবে উহার নির্ধারিত সময়ে।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

১৯৭০ সনে (ইসলামের বিরুদ্ধে) কুসংস্কার জনিত অবস্থা ছিল এই যে তুলায়েতালা (নগরী), যাহার উল্লেখ পূর্বেও করিয়া আসিয়াছি সেখানে ক্ষুদ্র একটি মসজিদ, যাহা আমাদের মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র হল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং জীর্ণ-শীর্ণ, ধূলায় আচ্ছাদিত, দরজা বিহীন অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। উহার সংলগ্ন একটি ছোটখাট ভাঙাচুড়া গৃহও ছিল। আমি করম এলাহী জাফর সাহেব। মোবাল্লেগ স্পেন)-কে বলিলাম "চলুন, আমরা সরকারের নিকট এই মসজিদটিতে নামাজ পড়িবার অনুমতি দানের জন্য দরখাস্ত দেই।" তিনি বলিলেন, "এই মসজিদটি আমাদিগকে সম্পূর্ণ দান করার জন্য আবেদন করুন না কেন?" আমি বলিলাম, "না, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে নিজেদের মসজিদ বানাইবার তৌফিক দান করিবেন। সেইজন্য উহা দান হিসাবে চাইব না।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে একশত বৎসরের জন্য নামাজ পড়ার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করুন।" আমি বলিলাম, "বলেন কি আপনি? একশত বৎসর! বিশ বৎসরের মধ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত করিবেন!" সুতরাং যখন আমরা দরখাস্ত দিলাম, জেনারেল ফ্রাঙ্কো তখন জীবিত ছিলেন; অত্যন্ত ভাল মানুষ; তিনি বলিলেন, তাঁহার মন্ত্রীগণও বলিলেন, তথা পুরা কেবিনেট বলিল, "আমরা সেখানে নামাজ পড়িবার অনুমতি নিশ্চয় দিব। কিন্তু দপ্তরি কার্যক্রম সমাধা করিতে হইবে, সেজন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা অনুমতি পাইয়া যাইবেন।" আমি কথাটিকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে মোহতারম চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে স্পেনে পাঠাইলাম এবং বলিলাম, "আপনি আইন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করুন।" আইন মন্ত্রি বলিলেন, "আপনি খামাখা ঘাবড়াইতেছেন, সমস্ত কাজ হইয়া যাইবে। কোন চিন্তা করিবেন না।" কিন্তু মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া সেখানে খীষ্টানদের রাজত্ব স্থাপনের পর শুরু হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল যে মুসলমানদিগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন ফয়সালাই লাট পাদ্রী (Cardinal)-এর ইচ্ছা ব্যতিরেকে হইতে পারে না! গোটা সরকার যদিও অনুমতি দানে সম্মত, কিন্তু পাদ্রী সাহেব বলিলেন, 'অনুমতি দেওয়া যাইবে না।' আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রেত সময় যেহেতু তখনও উপস্থিত হয় নাই, সেইহেতু উহা আমরা পাইলাম না। আমরা রিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালার অপেক্ষায় রহিলাম এবং দশ বৎসর অতিবাহিত না হইতেই আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে কর্ডোভার অনতিদূরে নিজেদের মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করিলেন।

তবে আর একটি বিষয় বলিয়া দেই। মানুষের মন-মেযাজ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মসজিদ স্থাপন যেখানে সমীচীন হইতে পারে এরূপ দুইটি জায়গার উপর আমার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। একটি হইল তুলায়তালা যেখানে কিছুক্ষণের জন্য গিয়াছিলাম এবং সেখানকার জনসাধারণ আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় জায়গাটি হইল কর্ডোভা, যেখানকার অধিবাসীরা হইলেন হাস্য ময়, মিষ্টভাষী, তাঁহাদের মধ্যে কোন ক্রোধ নাই, কোন প্রকারের পুরাতন শত্রুতা, ঘৃণা বা কুসংস্কার পোষণ

করেন না ; অত্যন্ত খোলামনে প্রীতিভরে মেলামেশা করিয়াছেন—এরূপ প্রীতি যে, কর্ডোভার বিখ্যাত (পরিত্যাক্ত) মসজিদ দেখিয়া যখন আমি বাহির হইয়া আসি, তখন রাস্তার ঐপারে একটি পুস্তকালয়ে গমন করি। আমার ধারনা ছিল, কোন ইংরেজী বই পাওয়া গেলে নিজের জ্ঞান তাজা করিব। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পর যখন আমরা বাহির হইয়া আসিলাম, তখন মসজিদটির যে দরোজা দিয়া বাহির হইয়াছিলাম সেইখানে দুই স্বামী-স্ত্রীকে দুই-আড়াই বৎসরের একটি বাচ্চাকে কোলে তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাই ; বাচ্চাটি আমার দিকে তাকাইয়া হাত নাড়াইতে শুরু করিল। তাহার প্রতি আদরে আমার মন ভরিয়া উঠিল। আমাদের কারের মুখ ভিন্ন দিকে ছিল, আমি ড্রাইভারকে উহা সরাইয়া সেইখানে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিলাম যেখানে সেই বাচ্চাটি দাঁড়াইয়া ছিল। যখন আমরা সেখানে গেলাম, তাহার পিতা বলিতে লাগিল, "আপনি ঐ দোকানে যখন ঢুকেন, তখন হইতে বাচ্চাটি জিদ ধরিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাহির হইয়া না আসেন সে এখান হইতে সরিবে না।" সে তাহার মা-বাপকে সরিতে দেয় নাই শুধু এজন্য যে, আমরা বাহিরে আসিলে, আমাদিগকে দেখিয়া সে হাত নাড়াইবে। মাত্র দুই-আড়াই বৎসরের বাচ্চা ; সে কোন কিছু জানেনা, কিন্তু তাহার খোদা তো জানিতেন। তাহাকে আদর করিলাম। বড় আদরনীয় ছিল সে ; এবং সেও আদর করিতে লাগিল। কারের আইনা উপরে উঠান ছিল। মনসুরা বেগম [হুজুরের বেগম সাহেবা (রাহেমাহাল্লাতায়ালা)] তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। বাচ্চাটি কারের আয়নার উপরে বাহির হইতে তাহার হাত বুলাইয়া আদর করিতেছিল। এই ধরনের লোক ছিল তাহারা। সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া আমি বলিলাম, 'মসজিদ এখানে তৈরী হইবে, ইনশাআল্লাহ্।' তারপর দশ বৎসর অতিবাহিত হইল, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে উহার তৌফিক দান করিলেন। প্রায় দেড়-দুই একর পরিমাণ জমি আমরা সেখানে ক্রয় করিয়াছি। ক্রয় করার পূর্বে আমি তাহাদিগকে (সেখানকার মোবাল্লেগ ও জামাতকে) বলিয়াছিলাম, "লোক্যাল বোডি এবং কেন্দ্র হইতে লিখিতভাবে অনুমতি নিন যে তাহারা আমাদিগকে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি দিবেন। সুতরাং আঞ্চলিক প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই লিখিতভাবে সেই অনুমতি দান করিলেন। তারপর আমরা জমি ক্রয় করি। এই হইল 'আল্লাহু গালেবুন আলা আমরিহি"—(আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার আদেশ প্রয়োগে সর্বসক্ষম) এবং ইহার জন্য সময়ও নির্ধারিত ছিল। আমাদের সেই মোবাল্লেগ তো বলিতেছিলেন যে, 'একশত বৎসর পর্যন্ত অপরের মসজিদে আমরা নামাজ আদায় করিব।' আমি বলিয়াছিলাম, 'না, মহা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সমূহ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে।' সুতরাং দশ বৎসরের মধ্যেই আমরা নিজেদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি ও সুযোগ লাভ করিলাম। (আল-হামদুলিল্লাহ্)। উক্ত মসজিদ সম্বন্ধে অবশিষ্ট বৃত্তান্ত আনসারুল্লার পরবর্তি অধিবেশনে অথবা খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় বর্ণনা করিব। ইহা তো আমি আজ উহার পটভূমি (Back-ground) পেশ করিয়াছি।

ইতিমধ্যে (উক্ত সময় কালীন) আর একটি ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার আত্মোৎসর্গিত বান্দাদের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। ১৯৭৪ সনের ঘটনা, যাহা সকলেই জানেন। তদানীন্তন

সরকার ভাবিয়াছিল, জামাত আহমদীয়াকে হত্যা করিয়া তাহাদের মরদেহ তাঁহারা রাস্তার পাড়ে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় আল্লাহ্‌তায়ালা বহু কথা জানাইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছিল وسع مكانك—অর্থাৎ "মেহমানরা তো পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিবে, তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কর।" انا كفيناك المستهزئين —অর্থাৎ, "এই যে তাহারা বিদ্রুপাত্মক পরিকল্পনা করিতেছে ইহার মোকাবিলার জন্য তোমার পক্ষে আমিই যথেষ্ট।" সুতরাং বিদ্রুপ ও পরিহাসের উদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনার যে ব্যাপার ছিল, সেই প্রসঙ্গে দুনিয়া ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (—'তাহারা পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করিলেন ; আল্লাহ্‌ই উত্তম পরিকল্পনাকারী) সম্বলিত দৃশ্য অবলোকন করিয়া লও। আর আগুন্তুক-দিগের সংস্থানের যে ব্যাপার ছিল, সেই প্রসঙ্গে وسع مكانك (অর্থাৎ 'তোমার গৃহ তথা সংস্থান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত কর") সম্পর্কীত দৃশ্য আজও দেখিয়া লও। ছয় বৎসর কালের মধ্যে জামাত সংখ্যার দিক দিযাও, পাকিস্তানে এবং বিদেশেও সর্বত্র বহুগুণ বৃদ্ধিলাভ কয়িয়াছে। ইহাও একটি পটভূমি ; ঘটনাবলী পরে বর্ণনা করিব। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক 'আল-ফজল' ১৩ই জুলাই ১০৮২ইং)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

সাতশত বছর পর স্পেনে প্রথম মসজিদ

{ এগার পাতার পর }

set to all Europe a shining example of civilized and enlightened stute. ....Art literature, and science prospered, as they then prospered nowhere else in Europe. Students flocked from France and Germany and England to drink from the fountain of learning which flowed only in the cities of the Moors." (প্রায় আট শতাব্দী ধরে স্পেন তার মুসলিম শাসকদের অধীনে থাকাকালীন একটি সুসভ্য এবং কৃষ্টি সম্পন্ন আলোকিত রাষ্ট্ররূপে সমগ্র ইউরোপ মহা-দেশকে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত পেশ করতে পেরেছিল·····শিল্প-কলা, সাহিত্য, এবং বিজ্ঞান এমন উন্নতি লাভ করেছিল যেগুলি ঐভাবে ইউরোপের আর কোথায়ও উন্নতি লাভ করে নাই। ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ছাত্ররা দলে দলে এসেছিল মুর তথা মুসলমানদের স্পেনীয় শহরগুলিতে জ্ঞানের প্রস্রবন হতে আস্বাদন গ্রহণ করতে—যে প্রস্রবন শুধু এই সকল শহরেই প্রবহমান ছিল।" তারপর, সেই স্পেন হতে মুসলমানরা তাদের নিজেদের ভুলের জন্য, বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে অত্যন্ত নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চিহ্ন ও নির্বাসিত হতে বাধ্য হয়। স্পেন হতে এই ভাবে বিতাড়িত হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত আহমদীয়া জামাতের উপরিল্লিখিত ইসলাম প্রচার মূলক কর্মতৎপরতা তথা প্রচার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নূতন মসজিদ স্থাপন ব্যতীত অন্য

কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই, যার মাধ্যমে ইসলামের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতো। আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আমাদের হৃদয়-নিঃসৃত সকাতর প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আহমদীয়া জামাতের কুরবানী সমূহকে কবুলিয়তের চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং ইসলামের প্রথম গৌরবময় যুগের ন্যায় পুনরায় স্পেন তথা ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য জগত ইসলামের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়।

উমাইয়া শাসনামলে ৭১১ খৃষ্টাব্দে ইসলামের একজন প্রখ্যাত সেনানায়ক তারিক সর্বপ্রথম স্পেন জয় করেন। তিনি যে পথ দিয়ে স্পেন অভিযান করেন সেই পথের নাম জিব্রাল্টার (পরবর্তীকালে তাঁহারই নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে জবল-আল-তারিক—জিব্রাল্টার) স্পেনের তদানীন্তন রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ জন গাষ্ঠীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাত্র ১২ | ১৩ হাজার সৈন্যসহ তিনি স্পেনে উপস্থিত হন। স্পেনের খ্রীষ্টান রাজা রোডারিক এক লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু মহাবীর তারিক অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে তাঁর সমস্ত নৌকাগুলি পুড়িয়ে ফেলেন এবং সংগীদের মরণ-পণ লড়াই করার জন্য আহ্বান জানান। তারিক এবং তাঁর সৈন্যদের রণনৈপুণ্যের কাছে বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকা সত্বের রোডারিক পরাভূত হন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসতে থাকে। উত্তর আফ্রিকার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মুসা বিন নাসীর নিজেও স্পেনের অভিযানে আগমন করেন এবং স্পেনে মুসলিম শক্তি আরও সংগঠিত হয়। এরপর ৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন উমাইয়া শাসকগণ যেমন আবদুর রহমান (প্রথম), হিশাম (প্রথম) হাকাম, আবদুর রহমান (দ্বিতীয়) প্রমুখ স্পেন শাসন করেন। ৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনীয় খেলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর পর হতে স্পেনে মুসলমান শাসনের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হতে থাকে। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবিলার হাতে মুসলমানদের চরম পরাজয়ের ফলে স্পেন হতে মুসলিম প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সময় মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হয়। এই সকল ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ষ্টেন্‌লি লেনপুল বলেন: "১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড এবং ইসাবিলার ক্রুসেডের কাছে মুর জাতীয় মুসলমানদের সর্বশেষ রাজ্য ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এবং গ্রানাডার পতনের সংগে সংগে স্পেন তার সমস্ত মহত্বসহ অধঃপতিত হলো..... আন্দালুশিয়ার প্রত্যেকটি জনাকীর্ণ জেলা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো এবং ভিক্ষুক, মঠবাসী এবং দস্যু তস্কররা গ্রহণ করলো পণ্ডিত-শিক্ষাবিদ বণিক-ব্যবসায়ী এবং সম্মানিত নাগরিকদের স্থান সমূহ। স্পেন যখন মূর জাতীয় মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন এমনি নীচে নেমে গিয়েছিল তার অবস্থা। স্পেনের ইতিহাস এমনই দুঃখজনক বৈসাদৃশ্যে পূর্ণ হয়েছে।"

("The moors in Spain" পুস্তক)

স্পেন হতে যখন মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়, তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক ষ্টেনলি লেনপুল উপরোক্ত গ্রন্থের অন্যত্র:

"প্রধান কমাণ্ডার রিকুসেনস একটি সংগঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে গণহত্যা, গ্রাম সমূহ ভস্মীভূতকরণ এবং গুহাগুলিতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের ধূম্র প্রয়োগে হত্যার মাধ্যমে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর এর পূর্বে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সর্বশেষ স্ফুলিংগকে নির্বাপিত করে দেয়..... বিপ্লবের রক্ষাপ্রাপ্তদের কপালে জুটেছিল দাসত্ব এবং নির্বাসন.....। প্রত্যাদিষ্টগণ এবং খৃষ্টান শহীদদের সম্মানার্থে আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল মুসলমানদের যে দরিদ্র অবশিষ্ট অংশটুকু বেঁচে গিয়েছিল তাদের বাস্তব ক্ষেত্রে শাহাদত বরণের মাধ্যমে...। যারা প্রকাশ্য বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকালে ধৃত হয়েছিল, তাদের দাসত্ব বরণ করতে হয়েছিল, অন্যান্যদের সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর পর্বতের গিরিপথগুলিতে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক দুর্ভাগ্য পীড়িত নির্বাসিত ব্যক্তি অভাব, ক্লান্তি এবং নিরাশ্রয়ের কারণে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

যে স্পেনকে আটশত বছর ব্যাপী মুসলমানগণ ইসলামের প্রথম দিকে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত করে রেখেছিল, এবং স্পেনের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগতকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, সেই স্পেন হতে আবার আল্লা হুতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ব্যবস্থা পুনরায় শুরু হয় এবং সাম্প্রতিক মনোরম মিনার সমূহ দ্বারা সুশোভিত মসজিদ-এ-বাশারত-এর উদ্বোধনের মাধ্যমে ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মহান খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর পবিত্র অন্তরে স্পেনে ইসলামের মিশন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উদ্ভাসিত হয় (১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে)। তিনি ১৯৪৫ সনে স্পেনে মুবাল্লেগ পাঠান এবং সেখানে ইসলামের প্রচার-মিশন স্থাপন করেন। তিনি সেই সময় বলেছিলেন:

"আমাদের তলোয়ার যেখানে গিয়ে নিস্তেজ ও অচল হয়ে পড়েছিল, এখন সেখানে আমাদের প্রচারের আক্রমণ শুরু হবে এবং আমরা প্রেমপূর্ণ নীতি ও আদর্শ পেশ করে আমাদের ভাইদের পুনরায় আমাদের সংগে সংযুক্ত ও একীভূত করবো।" সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। অতঃপর ১৯৭০ সনে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) তাঁর ইউরোপ সফর কালে স্পেনের ভূমিতে যে দোয়া করেন, তার ফলশ্রুতিতে এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে জমি ক্রয় করেন ১৯৮০ সনে। তিনি এই মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর ইহার নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয় এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১০ই সেপ্টম্বর এই মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আহমদীয়া জামাতের এই মহান প্রচেষ্টাকে বহুগুণে সাফল্যমণ্ডিত ও বরকতময় করুন। আমিন।

—মোঃ খলিলুর রহমান

'মসজিদ-এ-বাশারত' (পেড্রোআবদ) প্রসঙ্গে

স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য ঃ

দৈনিক **Local Diario** (কর্ডোভা) ঃ

পেড্রোআবাদে আহ্‌মদীয়া মসজিদ স্থাপন সুসম্পন্ন

কর্ডোভা, ১১ই ডিসেম্বর '৮১ ইং—প্রেড্রো আবাদে আহমদীয়া মসজিদ (যাহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়াতে কয়েক মাসের বেশী দিন হয় নাই) এখন কার্যতঃ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সুদৃশ্য মনোরম মসজিদটি হাই-ওয়ে নং ৪ হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। ইহার ডিজাইন তৈরী করিয়াছেন আর্কিটেক্ট জোস লুইস লেপোজ (Lose luis lepoze)। এই মসজিদ এরূপ সকল স্পেনবাসীর জন্য অবারিত, যাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদার সমীপে দোওয়া করিতে চায়—সেই 'স্বর্গী পিতার সমীপে—যিনি খৃষ্টান, মুসলমান ও ইহুদী সকলের সর্বজনীন খোদা।

"আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী এরূপ দোওয়ার প্রয়োজন, যে দোওয়া সর্বশক্তিমান খোদার সান্নিধ্যে পৌছায়, যাহাতে সেই সর্বশক্তিমান আমাদের সহায়ক হন এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"—এই কথাগুলির সহিত সেইদিন স্পেনে আহমদীয়া মিশনের ইন্‌চার্জ জনাব করম এলাহী জাফার এই আনন্দবহ সংবাদ শুনাইলেন যে, "অদূর ভবিষ্যতেই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হইতে চলিয়াছে।"

তিনি জানাইয়াছেন যে "এই মসজিদটি জামাত আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দের আর্থিক কুরবানীরই সুফল, যাঁহারা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে দান করিয়া থাকেন এবং খোদার এই গৃহ এরূপ সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, যাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবাদত করিতে ইচ্ছুক।"

তারিকের ঘোড়ার খুরের শব্দ

"মে ১৯৭০ এর কথা। লণ্ডন হইতে উড্ডীয়মান বিমান জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত সাহেবজাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ এবং তাঁহার কাফিলাকে লইয়া ম্যাড্রিড (মাদ্রিদ) এর দিক ধাবমান—ইহা প্রায় দুই ঘণ্টাকালের সফর ছিল। ম্যাড্রিড যতই নিকটবর্তী হইতেছিল, ইসলামের এই মহান সন্তানের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া চলিয়াছিল। সেই উৎকণ্ঠার রেখাগুলি এত প্রকট ও গভীর ছিল যে, উহা তাঁহার চেহারা হইতে বুঝিয়া লওয়া মোটেও কঠিন ছিল না। মাদ্রিদের বিমানবন্দর যখন পরিদৃষ্ট হইল তখন চেহারায় এক কল্পনাতীত প্রতাপ ও গাম্ভির্যপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিল। তিনি পিছন ফিরিয়া তাঁহার সঙ্গীদের দিকে তাকাইলেন এবং ফরমাইলেন : "আমি তো তারিকের ঘোড়ার খুরের শব্দ সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি ; তোমরাও কি শুনিতে পাইতেছ ?"

জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রবর্তকের খলিফা-এ-রাশেদ কেনই বা সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনিতে পাইতেন না? কেননা তিনিও প্রকৃত-প্রস্তাবে সেই একই পবিত্র মিশনের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে স্পেন যাইতে ছিলেন—পার্থক্য তো শুধু এটুকুই ছিল যে তারিক এই ভূ-খণ্ডে তলবারি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া আগুয়ান হইছেন।'

স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থান অভিযান

"স্পেনে জামাতে আহমদীয়ার মসজিদ সুসম্পন্ন হইয়াছে—ইহা এখন এক অনিস্বাকর্য্য সত্য। বিশ্বের অন্যান্য গুরুপূর্ণ দেশগুলিতেও তাহাদের অনেক মসজিদ রহিয়াছে। যেমন, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি—তেমনিভাবে প্রাচ্য দেশ-গুলিতে এবং আফ্রিকায়ও তাহাদের অসংখ্য মসজিদ রহিয়াছে।

জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের সংখ্যা এক কোটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে: যদিও স্পেনে তাহাদের সংখ্যা বর্তমানে কম অর্থাৎ প্রায় একশত জন। —মসজিদের ফটকের মাথায় বর্তমান (এখন ভূতপূর্ব--অনুবাদক) ইমামের দেওয়া মোটো "Love for all hatred for none—"ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নাইকো কারো পরে" লিপিবদ্ধ থাকিবে।

আহমদীরা কুরআন করীমের পবিত্র শিক্ষা ও নীতিমালা পুণঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট ও আত্ম-নিয়োজিত, এবং মানুষের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির পরিমণ্ডল কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা মানুষকে কোন আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের জন্য বাধ্য করার অথবা কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি বা বল প্রয়োগ করার পক্ষপাতি হয়।"

A.B.C.—Andalucia (কর্ডোভা):

মসজিদের বদৌলতে পেড্রোআবাদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভে ধন্য হইবে

পেড্রোআবাদস্থ 'মসজিদ-এ-বাশারত' নির্মাণে পেড্রোআবাদের অবস্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া—দৈনিক 'এ-বি-সি'—আন্দালুসিয়া উহার ২৩শে মার্চ ১৯৮২ইং সংখ্যায় যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছে উহার বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপিতরূপে নিম্নে দেওয়া গেল:

"পেড্রোআবাদ কর্ডোভার একটি ক্ষুদ্র পল্লি, যেখানকার জনসংখ্যা হইল ৩ হাজার, এবং যাহা কর্ডোভা হইতে ৩৫ কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত।

যেদিন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হইয়াছিল সেদিন পেড্রোআবাদের সকল অধিবাসী (ধর্মযাজকগণ সহ) যোগদান করিয়াছিল, যাহাতে তাহারা নিকট হইতে মুসলমানদিগকে এবাদত করিতে দেখিতে পারে।

এখন এই মসজিদের নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে—এবং জাতীয় রাজপথ ৪নং-এর পার্শ্বে

অবস্থিত হওয়ায় দূরদূরান্ত হইতে দেখা যায়।

আশা করা যায়, এবৎসর ১০ই সেপ্টেম্বর মসজিদটির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইবে। এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রেস (সাংবাদিক) প্রতিনিধি ব্যতীত বিভিন্ন দেশ হইতে তিন হাজার লোক যোগদান করিবেন।

পেড্রোআবাদের মেয়র—'মিগেল গার্সিয়া রোডেক্স' (Migul Garcia Rodrigus)—যিনি পেড্রোআবাদাস্থ কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য—তাঁহার মতে মসজিদের আসন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে মেহমানদের সংস্থানার্থেও একটি আবাসকেন্দ্র নির্মাণ করা একান্ত জরুরী। কেননা পেড্রোআবাদে কোন হোটেল নাই।

আহমদী মুসলমানগণ তিন মিলিয়ন Peseta (অর্থাৎ ৩০ লক্ষ পাকিস্তানী রুপিয়া) দ্বারা মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং একশত মিলিয়নPeseta ইহার নির্মানে ব্যয় করিয়াছেন। এবং দশজন মজুর আট মাস ব্যাপী কাজ করিয়া ইহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সকল অবস্থা ও পরিসংখ্যান মর্যাদা ও সমাদর যোগ্য। ১৯৭০ইং সনে জামাতে আহ্‌মদীয়ার ইমাম তাঁহার মোবাল্লেগ করম এলাহী জাফরকে মসজিদের জন্য জমি সন্ধানের আদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রিদ ও তুলায়তলাতে জমি লাভের জন্য বহু প্রচেষ্টা চালান। তারপর তাঁহাকে ইরশাদ করা হইল, 'কর্ডোভায় যান, সেখানকার লোক ভাল।' —কর্ডোভার আশেপাশে ৪০ কিলোমিটার অঞ্চল ব্যাপী বহু দৌড়ধাপ ও অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজপথ নং ৪-এর পার্শ্বে তাঁহারা বিক্রয় যোগ্য একখণ্ড সমীচীন জমির সন্ধান লাভ করেন।

যদিও কর্ডোভায় তাঁহাদের এক ডজন এবং সমগ্র স্পেনে প্রায় একশত জন সদস্য আছেন, তথাপি মোবাল্লেগ-ইন-চার্জের মতে উহা মোটেও কোন দুশ্চিন্তার কারণ নয়। তাঁহার কথা হইল এই যে—

'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, বাগান লাগান হউক, তারপর উহা আপনাপনি ফল-ফুল সুশোভিত হইবে। কেন্দ্র ব্যতিরেকে কোন জামাত উন্নতিলাভ করিতে পারে না।"

পেড্রোআবাদের মেয়রের মতে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের অনুমতি রাজনৈতিক দিক দিয়াও একটি আনন্দবহ দিক বহণ করে। কেননা ইহা আইনের প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার কার্যকরী স্বাক্ষর বহণ করে। —এবং সামাজিক দিক দিয়াও ইহা এজন্য সুখকর যে, মসজিদ স্থাপনে বিভিন্ন ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা, ভ্রাতৃত্ব ও সংযম সম্পর্কের উন্মেষ ঘটিবে। আর অর্থনৈতিক দিক দিয়াও এজন্য মধুর যে মসজিদ তামিরের জন্য অনুমতি-লিপি ও নকশা ইত্যাদির মঞ্জুরী বাবদ জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পসিতা (স্পেনদেশীয় মুদ্রা) জমা দেওয়া হইয়াছে। —মেয়র সাহেব এ বিষয়ে খুব সচেতন যে, (স্পেনে আগমনকারী পর্যটকগণ মসজিদ ও পল্লিটি দেখার উদ্দেশ্যে এখানে নিশ্চয় আসিবেন এবং অবশ্যই অবস্থানও করিবেন, এবং এমনিধারায় মসজিদের বদৌলতে পেড্রোআবাদ স্পেন ব্যতীত বিদেশেও খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।"

সাপ্তাহিক Guia Del Tiempolibre কর্ডোভা-সেভিলা-কেদিজ (স্পেন) ঃ

মুসলমানগণ দ্বিতীয়বার স্পেন জয় করিতে চায় ইসলাম পুনরায় বিজয়ী হইবে—ক্রুশ ভঙ্গ হইবে

স্পেনের একটি বিশিষ্ট প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা Guia del Tiempolibre (তথা 'পথ নির্দেশক') যাহা স্পেনের তিনটি নগরী কর্ডোভা, সিভিল্লা (আশবিলীয়া) ও কাদিজ (কাদেসীয়া হইতে একই সময়ে যুগপৎ প্রকাশিত হয়, উহার ১৯|২৫শে নভেম্বর ১৯৮০ইং সংখ্যায় উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"—হয়তো তিন শতের অধিক তাহারা হইবে না, কিন্তু তাহারা পুনরায় স্পেনের দিকে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিয়াছে, বরং এখানে তাহারা পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমার ইঙ্গিত মুসলমানদিগের দিকে। প্রায় দশ শতাব্দী পূর্বে কর্ডোভা, যাহা ছিল মুসলমানদের স্বর্ণযুগের রাজধানী এবং সমগ্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত, সমৃদ্ধ ও মনোরম নগরী, যেখানে মুসলিম বাদশাহগণ কর্তৃক নির্মিত বিশাল মসজিদ বিদ্যমান—মুসলিম সম্প্রদায় সমূহ ইহারই দিক দ্রুতবেগে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, অর্থাৎ কর্ডোভাকে ইসলামের জন্য পুনরায় জয় করা।

সম্প্রতি জামাতে আহমদীয়া এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবাদতের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করিয়াছে (যাহা সম্প্রতি ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে মহাসমারোহে উদ্বোধন করিয়াছেন—অনুবাদক) এবং ইহাকে কখনও হাস্যস্পদ বলিয়া গণ্য করা যায় না, বরং ইহা এক অত্যন্ত গুরুতর এবং চিন্তাজনক ব্যাপার!

খৃষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে একজন প্রখ্যাত ফরাশী জ্যোতিষবিদ (যাঁহার কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে) স্পেনে ইসলাম পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ক্রুশ ভঙ্গ হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।

কর্ডোভায় ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট আহমদীয়া মুসলিম মিশনের আমীর (মুবাল্লেগ—অনুবাদক) করম এলাহী জাফার যিনি আতর বিক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করেন, তিনি ত্রিশ বৎসর কাল যাবৎ এখানে ইসলামের তবলিগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিবাহিত; ছয় সন্তানের পিতা এবং এখন তিনি কার্ডাভায় বসবাস রত।

তাঁহার তবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে প্রায় একশত স্পেনদেশীয় অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, সংখ্যার গুরুত্ব তেমন নয়, যেমন গুরুত্ব রহিয়াছে ঈমানের দৃঢ়তার।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে, বিশেষতঃ এশিয়া এবং আফ্রিকায়, যেখানে তাহাদের সদস্যদের সংখ্যা প্রায় দশ মিলিয়ন (এক কোটি)। এই জামাতের কেন্দ্র রাবওয়ায়

(পাকিস্তানে) অবস্থিত। ইহারাই হইল প্রথম মুসলমান, যাহারা সাত | আট শত বৎসর পর স্পেনে সর্ব প্রথম মসজিদ নির্মাণ করিতেছে। মসজিদটির ভিত্তি নিজ হাতে স্থাপন করিয়াছেন জামাত আহমদীয়ার রুহানী ইমাম (তৃতীয় খলিফাতুল মসীহ রহঃ—অনুবাদক), যিনি এতদঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত উদারচিত্তে ও মুক্তহস্তে স্পেনীয় মুদ্রার এক-এক শতের নোট বিতরণ করিয়াছেন।" (Guia Del Tiempolibre 19—25th November 1980, Sivilla, Cordova, Cadiz-P:26-27)

দৈনিক 'Cordova' (স্পেন) ঃ

স্পেনের বিপুল প্রকাশনা সম্পন্ন দৈনিক 'কর্ডোভা-এর বিশিষ্ট খ্যাতানামা কলামিষ্ট এফ, স্লোনো (F. solono) লিখিত চার বিস্তৃত কলামে প্রতিবেদন উক্ত পত্রিকার ১০ই অক্টোবর ১৯৮০ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহা সংক্ষেপিতরূপে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

"জামাতে আহমদীয়ার ইমাম মির্যা নাসের আহমদ যখন স্পেনের মাটিতে (তথা পেড্রোআবাদে) ইসলামী মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন, তখন স্পেনস্থ জামাত আহমদীয়ার আমীর ও মিশনারী-ইন-চার্জ করম এলাহী জাফরের চক্ষুদ্বয় হইতে (আনন্দাতিশয্যে) অঝোরে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছিল। উল্লেখ্য যে এই ইসলামী জামাতের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন নব্বই বৎসর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (অফ ইণ্ডিয়া)।

পেড্রোআবাদ পল্লী গতকাল ঈদের ন্যায় এক আনন্দমুখর পরিবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিল। পল্লীর অধিবাসীরা—যাহাদিগকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল—বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহকারে প্রীতি ভরা অন্তর্বেগে ছুটিয়া সেই মনোরম উঁচু ভূমিটিতে পৌঁছিয়াছিলেন, যাহা জাতীয় রাজপথ নং ৪ (কর্ডোভা—মাদ্রিদ) এবং পেড্রোআবাদ ও আরমোস গামী পথদ্বয়ের মিলন কেন্দ্রে অবস্থিত। মসজিদের এই ভূ-খণ্ডটি আয়তনে ছয় হাজার বর্গ মিটার—ইহার চারিদিক রং-বেরং ক্ষুদ্রপতাকায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

মসজিদের এই জমি আন্তর্জাতিক জামাতে আহমদীয়ার চাঁদার দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে এবং ইহাই হইবে স্পেনে সর্বপ্রথম মসজিদ, যাহা জামাত আহমদীয়া নির্মাণ করিতেছে। অন্য কথায়, সাতশত বৎসর পর ইহাই হইবে আমাদের দেশে নির্মিয়মান প্রথম মসজিদ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই প্রাণবন্ত আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে হাজার হাজার পুরুষ, স্ত্রীলোক, যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকা পরম উদ্দীপনা ও আগ্রহভরে যোগদান করে। মসজিদের জমির উপরে বাজামাত নামাযও আদায় করা হয়। —হযরত মির্যা নাসের আহমদ একজন শ্মশ্রুধর বুজুর্গ—একজন প্রানবন্ত হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব—নূরানী ও জ্যোতির্ময় চেহারা বিশিষ্ট এবং স্নেহ, মমত্ব ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি।

মসজিদের অভিমুখ (মেহ্‌রাব) মক্কায় অবস্থিত খানা-এ-কা'বার দিকে (যাহা এই স্থান হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে ২০.৫ ডিগ্রীতে অবস্থিত) অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এবং প্রত্যেক প্রকারের কৌশলগত দক্ষতা ও পদ্ধতি অবলম্বনে সঠিকভাবে স্থাপন করা হইয়াছে।—কুরআনী

দোওয়া সমূহ, সকরুণ প্রার্থনা ও নিবেদন এবং খোদাতায়ালার হুজুরে আবেগ-উচ্ছাসে প্রবাহিত অশ্রুমালার হাদিয়া পেশ করতঃ পরম উদ্দীপনাময় পরিবেশের মধ্য দিয়া জামাতে আহমদীয়ার মহান ইমাম ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।—তাঁহার পরে জামাতের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও এক একজন করিয়া ভিত্তিমূলক প্রস্তর রাখার সৌভাগ্য লাভ করেন। তেমনি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার অতি উচ্চপর্যায়ের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেড্রোআবাদের সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা মহিলা এবং বাচ্চাদের মধ্যে একজন নিষ্পাপ নির্মল শিশুকেও আতিথেয়তার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি করিয়া পাথর স্থাপনের সম্মান ও সৌভাগ্যের দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়। —তারপর সাহেবজাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় ভাষণ দান করেন, সঙ্গে সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় তরজমা করিয়া যাইতেছিলেন জনাব করম এলাহী জাফর। তাঁহার ইরশাদাবলী তাঁহারই একটি বাক্যে পেশ করা যায়ঃ "মহব্বত সবার তরে, ঘৃণা নাইকো কারো 'পরে।"

জনতার মধ্য হইতে অনেকেই আহ্‌মদীয়তের পরিচয় সমন্বিত স্পেনীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা—যেমন, 'আহমদীয়ত কি?' এবং 'যীশু ক্রুশে মারা যান নাই' ইত্যাদি লাভ করিবার জন্য এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং তাহাদের অন্তরে কৌতুহল ও আলোড়ন তাহাদের চেহারায় উদ্ভাসিত ছিল। ঐ সময়ের এই পরিচিতিমূলক লিটারেচার লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মানুষের ঔৎসুক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার দৃশ্যটি ছিল এক অবিস্মরনীয় ঘটনা।

প্রেস কনফারেন্সে হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ স্পেনদেশীয় আহমদীদের সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দানের পর বলিলেন যে, স্পেনে সাতশত বৎসর পর ইহা হইল (মুসলমানদের) প্রথম মসজিদ, যাহার আজ ভিত্তি স্থাপন করা হইল। তিনি পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "এই পবিত্র গ্রন্থের শিক্ষার আলোকে প্রতিটি মানুষের জন্য আমাদের পয়গাম হইল—মহব্বত, শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম।"—(আরও বলিলেন,) 'এই মসজিদ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য সদা-সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যে ইহাতে এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবাদত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোওয়া করিতে চায়।"

দৈনিক Cordova (স্পেন):

পেড্রোআবাদে একটি মসজিদ

ক্যাথলিক (খৃষ্টীয়) ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব খ্যাতনামা কলামিষ্ট (সাংবাদিক) এফ, স্লোনো কর্তৃক চার কলাম বিশিষ্ট প্রতিবেদন প্রকাশের পর দৈনিক 'কর্ডোভা'-এর প্রথিতযশা সম্পাদক উহাকে ভিত্তি করিয়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে পেড্রোআবাদে মসজিদ নির্মাণ.ক ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের জন্য চ্যালেঞ্জ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলেন:

"আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইল একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন, যাহা গতকাল (৯ই অক্টোবর ১৯৮০ইং—অনুবাদক) পেড্রোআবাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যথাসম্ভব মসজিদটির নির্মাণ-কার্য বৎসরকালের মধ্যেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। সকলই যেমন জ্ঞাত আছেন, এই মসজিদটি স্পেনের মুসলিম আহমদীয়া জামাত কর্তৃক স্থাপিত হইতেছে, এবং ইহা অবশ্যই সম্পূর্ণতা অর্জন করিবে।

আমাদিগকে ইহা বলার অনুমতিও দিন যে ইসলাম পূর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ইহা গ্রহণকারীদের সংখ্যাও দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণ আফ্রিকায় তো ইহার কবুল ও প্রসার সজোরে অব্যহত রহিয়াছে। এই কবুল ও প্রসার এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঐ সকল মুবাল্লিগগণের প্রচেষ্টার ফল, যাহাদের অধিকাংশই উচ্চ পর্যায়ের ইউনিভার্সিটি সমূহের সনদপ্রাপ্ত।

এপর্যন্ত ইসলাম উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র এশিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া, উত্তর সাইবেরিয়া, মালায়া ও ইণ্ডোনেশিয়া পর্যন্ত এবং ইউরোপ ও আমেরিকা সহ (যেখানে কয়েক হাজার লোক এ ধর্মের অনুসারী মওজুদ আছেন; অনেক দেশে তো রাজনৈতিক ও ভাষাগত বৈষম্য সত্বেও মানুষ উক্ত একই আকীদায় সুসংহত রহিয়াছে)। তাহাদের সার্বিক সংখ্যা চল্লিশ কোটিতে গিয়া দাঁড়ায়। আর (যে ইসলামই) বিপুল উদ্দীপনা সহকারে বীরদর্পে কর্ডোভায় সমোপস্থিত, এবং ক্রমে ক্রমে কোন কোন শ্রেণীর লোক ইহার প্রভাবের আওতায় আসিতেছে।

ইহা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ইসলাম ধর্মে অপরাপর লোকের ধর্মবিশ্বসকে পরিবর্তিত করার গুণ ও ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম এক সরল-সহজ ধর্ম, বিশেষতঃ দুই দিক দিয়া—প্রথমতঃ ইসলাম বুদ্ধিমত্তা ও চেতনাবোধের চাহিদা সমূহ পূরণে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহার শিক্ষা প্রকৃতি সম্মত প্রবণতা গুলির পরিপন্থী নহে; যেমন ধরুন ইহাই যে, ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি রহিয়াছে। পাঁচটি আরাকানে-ইসলাম মানিয়া চলা মুসলমানের উপর ফরজ.....।

পের্ডোবাদে আহমদীয়া মিশনের পক্ষ হইতে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন শুধু একটি সংবাদই নয় বরং এরূপ একটি বাস্তব সত্য যে, (আমাদের দৃষ্টিতে) ইহা সেই সকল ক্যাথলিক (খ্রীষ্টীয়) ধর্মাবলম্বীদের জন্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, যাহারা তাহাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য বলিয়া জানা ও মানা সত্বেও ইহার পুনরুজ্জীবন ও বিস্তার দানের লক্ষ্যে ততটা সচেষ্ট নহেন, যতটা ইসলামের অনুসারী আহমদীগণ রহিয়াছেন।"—এ বল

{ লাহোর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'লাহোর' থেকে সংকলিত ও অনুদিত }

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থানের লক্ষ্যে কর্ডোভা ও গেড্রোআবাদ নির্বাচনের পটভূমি

: এক অপূর্ব ঐশীনিয়ন্ত্রণ :

কর্ডোভা দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়া (Andalucia) অঞ্চলের একটি প্রদেশ। ইহার রাজধানী হলো কর্ডোভা নগরী। প্রাচীন কাল থেকেই ইহার নাম Cordova বা Cordoba চলে আসছে। মুসলমানরা ইহাকে কুরতুবা বলতে আরম্ভ করেন। স্পেনের রাজধানী মেড্রিড বা মাদ্রিদ থেকে ইহা ৪০০ কিলোমিটার, গ্রানাডা থেকে ১৬৬ কিলোমিটার, মালাগা থেকে ১৮৭ কিলোমিটার, সিভিল থেকে ১৩৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

প্রাচীনকাল হতেই এ নগরীটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহণ করে আসছে। খৃঃপূঃ১৫২ সালে রোমক সেনাধ্যক্ষ মার্কিউলোস ইহা জয় করার পর এখানে রোমান্সদের আধিপত্য স্থাপন করেন। রোমানদের পর গথদের রাজত্ব কায়েম হয়। তাদের সময়েই এখানে খৃষ্টধর্ম বিস্তারলাভ করে। গথদের নিকট থেকে ইহা মুসলমানদের ক্ষমতাধীন আসে।

৩১১খ্রীঃ তারিক বিন যিয়াদ এ শহরটির উপর আক্রমণ চালান কিন্তু শহরটিকে অবরুদ্ধ অবস্থায় বিজয়ের দায়িত্ব তাঁর জনৈক জেনারেল মুগিস রুমীর হাতে অর্পন করে নিজে সম্মুখপানে অগ্রসর হন। মুগিস কয়েক দিনের মধ্যেই ইহার উপর বিজয় লাভ করেন।

এ পর্যায়ে একটি কৌতুহলজনক ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বা বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, ইসলামী সেনাদলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীও ছিলেন, যাঁর নাম ছিল 'মুনাইযের' (রাঃ)। তিনি ব্যতীত কতিপয় তাবেয়ীনও ছিলেন যাঁরা আন্দালুসীয়ায় পদার্পন করেন। সৈয়দ আমীর আলীও তাঁর প্রণীত 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাহার সৈন্যদলে ইয়ামানের অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় আরব এবং হযরতের সহচরদের অনেক বংশধর ছিলেন।''(—পৃঃ ১০২)। কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ তাবেয়ীনদের সংখ্যা তিন, কেহ চার, আবার কেহ তাঁদের সংখ্যা ১৩/১৪ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন তাবেয়ী হযরত হানাশ সানায়ানীও ছিলেন। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল হুসেন বিন আবদুল্লাহ, কুনিয়ত ছিল আবু আলী এবং হানাশ ছিল তাঁর লকব (বা ডাক নাম)। ইবনে ইউনুস তাঁর প্রণীত ''আহলে মিশর ওয়াল উন্দলুস ওয়া আফ্রিকা'' গ্রন্থেও তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমের দিকে পরিচালিত যুদ্ধগুলিতে তিনি তাঁর সাথী রোওয়ায়ফা' বিন সাবেতের সহিত অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মুসা বিন নাসীরের সঙ্গে আন্দালুসীয়াতেও যুদ্ধে যোগদান করেন।

একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত হানাশ সানয়ানীর সম্বন্ধে ইবনে হাবীব এক কৌতূহলজনক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মক্করীও তাঁর সুবিখ্যাত 'নাফহুত-তীব' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাবীব লিখেছেন ঃ

"আন্দালুসিয়াতে যে সকল তাবেয়ী পদার্পন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত হানাশ সানয়ানীও ছিলেন। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর সাথীদের সহ কুর্তুবায় 'ফাজ্‌জুল-মায়েদা'-এর পথ দিয়ে পৌছেছিলেন। যখন তিনি সেই স্থানে পৌছুলেন যেখান থেকে কুর্তুবা দেখা যাচ্ছিল, তখন তিনি আযান দিলেন। অথচ তখন কোন নামায ইত্যাদির সময় ছিল না। তাঁর সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আপনি বে-ওক্তে আযান দিলেন কেন?" তিনি বললেন :

ان هذه الدعوة لا تنقطع من هذه البقعة الا ان تقوم الساعة -

অর্থাৎ, "ইহা সেই 'দাওয়াত' (আযান), যার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কিয়ামতকাল অবধি বিচ্ছিন্ন হবে না" (নাফ্‌হুত-তীব, উর্দু তরজমা, পৃঃ ৩২৩)

আল্লামা মক্করী (গ্রন্থকার) এটুকু লিখার পর বলছেন : "একথাটিই আরও অন্যান্য ব্যক্তিও বর্ণনা করেছেন।"

তারপর নিজেই ইহার পর্যালোচনা করে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু গায়েব বা অদৃশ্যের ন্যপথ্যে তো এর বিপরীত ঘটে গেলো।' অর্থাৎ সেই 'দাওয়াত' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এবং কুর্তুবা বরং গোটা স্পেনের উপর খৃষ্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি লিখছেন ঃ "হতে পারে যে এ রেওয়ায়েতটি মিথ্য অথবা ইহার অন্য কোন অর্থ হবে। والله اعلم।—আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন।"

হযরত হানাশ তারপর 'সারকাস্তা' গমন করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। সারকাস্তা (অর্থাৎ Zarragoza)-এর জামে মসজিদের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন, এবং শহরের পশ্চিমদিকে 'বাবুল ইহুদে'র পার্শ্বে তাঁর মাযার সকলের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। ইবনে কুশকুয়াল তাঁর প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, কিবলা অভিমুখে কুর্তুবার জামে মসজিদের দিক-নির্ণয়ের কাজটিও এ বুজুর্গের হাত দিয়েই সঠিক রূপে সমাধা প্রাপ্ত হয়েছিল।

উল্লিখিত রেওয়ায়েতের যথার্থতার বিষয়ে তো আল্লামা মক্করী ইবনে হাবীব ব্যতীত কতিপয় অন্যান্যদের কথাও উল্লেখ করেছেন যদিও তিনি তাঁদের হাওয়ালা দেন নাই। কিন্তু এদ্বারা এটুকু সুনিশ্চিত জানা যায় যে আন্দালুসিয়ার প্রাথমিক মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে উক্ত রেওয়ায়েতটি বহুল প্রচারিত ও সুখ্যাত ছিল। সেজন্য ইহাকে 'মওজু' বা মিথ্যা বলা বা ধারণা করা যায় না।

তারপর কুর্তুবার ইতিহাস পাঠে আঁচ করা যায় যে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নিয়ন্ত্রণেই হযরত হানাশ (রহঃ) আযান দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে, এপ্রান্তর থেকে এই আযানের ধারা

কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত হানাশের কথায় বরকত দান করেছিলেন এবং তদনুযায়ী সারা বিশ্বে সে-যুগে কুর্তুবার সমতুল্য আর কোন নগরী ছিল না।

মুসলমানেরা ৭১১ইং থেকে ১২৩৬ইং অবধি ইহার উপর রাজত্ব করেন, অর্থাৎ পূর্ণ সোয়া পাঁচশত বছরকাল রাজধানী ইহা মুসলিম স্পেনের রাজধানী ছিল এবং উক্ত সময়কালে বাহ্যিক ও গুণগত—সার্বিক বৈশিষ্ট্য এই নগরী আকাশের উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিঝলমল হয়ে চমকায়। সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন :

"একজন প্রাচীন গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে কর্ডোভার গৌরবময় যুগের জাঁকজমক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'বাতির আলোতে অট্টালিকার নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের মধ্য দিয়া' যে কেহ দশ মাইল পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারে। অন্য একজন লেখক বলিয়াছেন, 'নগরটি দৈর্ঘ্যে চব্বিশ মাইল এবং প্রস্থে ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গুয়াদাল কুইভারের [আরবী 'ওয়াদিউল কবীর' (অর্থাৎ বৃহৎ নদী) থেকে বিকৃত] তীরবর্তী এই সম্পূর্ণ স্থান জুড়িয়া গৃহ, প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান বিদ্যমান ছিল।" (আরব জাতির ইতিহাস পৃঃ ৪৪৮)। ইবনে হাইয়ান তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেছেন, 'খলিফা আবদুর রহমান আল-নাসের লেদিনেল্লাহ্‌'-এর সময়ে কুর্তুবা নগরীতে তিন লক্ষ গৃহ এবং আট হাজার সত্তরটি মসজিদ ছিল। তাঁর রাজকীয় পুস্তকালয়ে তিন লক্ষ পুস্তক ছিল। ইহার গ্রন্থতালিকাই ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি খণ্ডে বিশ থেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ছিল। বর্ণিত আছে যে, সেগুলির মধ্যে এমন কোন পুস্তক ছিল না, যা' খলিফা নিজে অধ্যয়ন করেন নাই। 'তাই নয় বরং পুস্তকাদি পাঠকালে তিনি গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে সাদা পাতার উপর প্রচুর টিকা-টিপ্পনী লিখে রাখতেন।' (আরব জাতির ইতিহাস)। পূর্ব ও পশ্চিমের ইসলামি সাহিত্য ও কবিরা কুর্তুবার প্রশংসায় অগণিত কবিতা লিখেছেন। এখানকার আব-হাওয়া অতি উত্তম। চতুর্দিকে বহু রকম ফল ও জয়তুনের অসংখ্য উদ্যান ছিল ইহার দিগন্ত থেকে জগৎ বিখ্যাত তারকা-রাজির উদয় হয়েছে—চির গৌরবমণ্ডিত প্রতিথযশা পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ওলি-আল্লাহ ও ধর্মবেত্তাদের আবির্ভাব হয়েছে। এখানকার জামে মসজিদ জগৎ জোড়া সর্ব বৃহৎ মসজিদ ছিল, যা' আজও আপন-পর সকল শ্রেণীর দর্শকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে বিরাজ করছে। কর্ডোভার বিশ্ব-বিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গুলির অন্যতম ছিল এবং ইহা সারা ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বিকিরণ করেছে।

পেড্রোআবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব :

মুসলমানদের গৌরবময় রাজত্ব যখন বিলুপ্তির মুখে পতিত হয়েছিল, তখন সর্বপ্রথম এ নগরীই তাদের হস্তচ্যুত হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবে ইসলামের পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুত যুগ যখন উপস্থিত হলো, তখন কর্ডোভার নিকটবর্তী এলাকা পেড্রোআবাদে, (যা' মাত্র ২০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত) মসজিদ-এ-বাশারাত রূপে রুহানী ছাউনি বা সেনানী-নিবাস' গড়ে তোলা হলো। কথিত আছে যে, যখন কর্ডোভা বা

কুর্তুবার উপর খ্রীষ্টান সেনাবাহিনী আক্রমণে তৎপর হয় তখন তারা কর্ডোভার উত্তর-পূর্বে ঠিক সেই স্থানেই একত্রিত হয়েছিল, যে স্থানটিকে আজ পেড্রোআবাদ (PEDRO ABAD) বলা হয়। অন্য কথায়, খ্রীষ্টান সেনাবাহিনী স্পেনের মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য যেখানে তাবু গেড়েছিল, সে স্থানটিকেই আল্লাহ্‌তায়ালা স্পেনে ইসলামের রুহানী আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করলেন. এবং হযরত হানাশ সানয়ানী তাবেয়ী (রহঃ)-এর আযানের যে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, উহাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা পুনরায় জারী করে দিলেন। যদিও মোবাল্লেগ-ইন-চার্জ মৌলানা কারম এলাহী জাফর দীর্ঘ কাল থেকে সেখানে কুরবানী করে আসছেন কিন্তু মিশন হাউস মাদ্রিদে দিল এবং সেখান থেকে তিনি সারা স্পেনে প্রচারকার্য উপলক্ষে ঘোরা-ফেরা করতেন। ১৯৭৫ সনে তাঁর সাহায্যার্থে মৌলানা ইকবাল আহমদ নাজম সাহেবকে মোবাল্লেগ হিসাবে পাঠানো হলো। মিশনের কাজ বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে কর্ডোভায় নিযুক্ত করা হয়। তারপর মৌলানা আবদুস সাত্তার খান সাহেবকে কেন্দ্র (রাবওয়া) থেকে পাঠানো হয়। এই মোবা-ল্লেগগণ স্পেনিশ ভাষা শিখে নেওয়ায় প্রচার কার্য তাদের পক্ষে সুবিধা জনক হয়েছে। তদপরি স্পেনিশ ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা এবং অন্যান্য বহুবিধ পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) -এর দোওয়া ও নির্দেশ এবং ঐশীইঙ্গিতে মসজিদের জন্য জমি তালাশ ও ক্রয় এবং নির্মানের সকল পর্যায়ে খেদমত পালনের তাঁরা তওফিক পেয়েছেন এবং এখন হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক উহার উদ্বোধনে খোদা-তায়ালার ফজলে সেই মসজিদ থেকে পাঁচ ওক্ত আযান এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় খোদা-তায়ালার এবাদতের সূত্রপাত হলো। এমনি ধারায় তৌহিদের পতাকা চিরকাল উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে এ দেশে কর্ডোভাকে আল্লাহ্‌তায়ালা পুনরায় নির্বাচন করলেন। "যালেকা-ফায্‌লুল্লাহে ইউতিহে মাই-ইয়াশাউ।" (দৈনিক 'আল-ফজল'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে)

—**আহমদ সাদেক মাহমুদ** সকর মুরুব্বী

স্পেন মসজিদের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হইতে যোগদান

অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই সংবাদ পরিবেশন করা যাইতেছে যে, স্পেনে 'মসজিদ-এ-বাশারত' উদ্বোধনের ঐতিহাসিক পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম জামাত আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মোহতারম জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব স্বস্ত্রীক ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং ঢাকা হইতে বিমান যোগে স্পেন রওয়ানা হন। আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁহাদের এই শমূলিয়ত মোবারক করুন এবং তাঁহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার

জরুরী সার্কুলার

আগামী ২২শে অক্টোবর হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত ৮ম বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ ও ২৯, ৩০, ৩১শে আক্টোবর ৩দিন ব্যাপী '১১তম বার্ষিক ইজতেমা' উপলক্ষে সকল কায়েদ সাহেবদের পালনীয় নির্দেশাবলী :

১। সাংগঠনিক আলোচনার জন্য স্থানীয় মজলিস সমূহ হইতে প্রস্তাব আহবান :

বাংলাদেশ মজলিসের আসন্ন ১১তম ইজতেমা '৮২-তে সাংগঠনিক আলোচনার জন্য সকল মজলিস হইতে কায়েদ সাহেবদের সত্যায়িত গঠনমুলক প্রস্তাব আহবান করা যাইতেছে, যাহা ইজতেমার সময় সাংগঠনিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সত্যায়িত প্রস্তাব পাঠানোর সর্বশেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর ১৯৮২।

২। অনুষ্ঠিতব্য তরবিয়তী ক্লাশে অংশ গ্রহনকারী খোদ্দাম ও আতফাল হইতে ধার্য্যকৃত মাথাপিছু যথাক্রমে ৭০.০০ ও ৫০.০০ টাকা হিসাবে আদায় করিয়া আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশ মজলিসে পাঠাইবার জন্য সকল কায়েদ সাহেবানকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

উল্লেখ্য যে ৩১শে অক্টোবর খোদ্দামুল আহমদীয়ার আর্থিক বৎসর শেষ হইবে। অতএব, সকল স্থানীয় মজলিসকে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বাজেটকৃত সমুদয় চাঁদা আদায় করিতে বিশেষ তাগিদ করা যাইতেছে। পূর্ণ চাঁদা আদায়কারী মজলিসকে ইজতোমার সময় "সনদে ইমতিয়াজ" দেওয়া হইবে।

৩। তরবিয়তী ক্লাশের পাঠ্যসুচী :

(নিম্নবর্ণিত পাঠ্যসূচী মোতাবেক আসন্ন তালীম-তরবীয়তী ক্লাশে শিক্ষাদান করা হইবে।

(১) কোরআন শরীফ (নাজেরা শিক্ষা)	:	১ম পারা এবং শেষের পনরটি সুরা	
(২) বিশেষ কোনও একটি সুরার তফসীর	:	সুরা ফাতেহা (শুধু খোদ্দামের জন্য)	
(৩) হাদিস শিক্ষা	:	(ক) ৭টি হাদিস-আরবী সহ মুখস্থ	খোদ্দামের জন্য "৪০টি মহামুল্য রত্ন" হইতে।
		(খ) ১৩টি ,,	
		(গ) ৫টি ,,-আরবীসহ মুখস্থ	আৎফালের জন্য
(৪) জামাতী কিতাব (ব্যবহারিক আলোচনা)		(ক) ইসলামী নীতি-দর্শন	খোদ্দাম ক-গ্রুপ (প্রথম প্রশ্ন পর্যন্ত)

(খ) খৃষ্টান সিরাঃ ৪টি প্রঃ উঃ খোদ্দাম খ-গ্রুপ

(গ) আমদের শিক্ষা আতফাল

(৫) তবলিগের ক্ষেত্রে ৭টি আয়াত

কোরআনের আয়াত শিক্ষা : আরবীসহ মুখস্থ, অর্থ, তফসীর—সকলের জন্য প্রয়োগ পদ্ধতিসহ

(৬) নামায শিক্ষা : নিয়ম-কানুন ইত্যাদি

(৭) দ্বীনি মা'লুমাত :

(ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান)

(৮) আরবী শিক্ষা : নির্বাচিত শব্দাবলীর বঙ্গানুবাদ শিক্ষা—সকলের জন্য (১০০টি শব্দ)

(৯) উর্দু শিক্ষা : পঠন শিক্ষা

(১০) সাধারণ জ্ঞান :

(১১) প্রাথমিক চিকিৎসা :

(১২) বক্তৃতা প্রতিযোগীতা : (ঙ) বারাকাতে খেলাফত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে জামাতে আহমদীয়া

(খোদ্দাম) (ঘ) 'যুবকদের সংশোধন ব্যাতিরেকে জাতি সমূহের সংশোধন হইতে পারেনা।

(ক) "কু আনফুছাকুম ওয়া আহলীকুম নারা"

(খ) "ওয়ামিম্মা রাজাক না হুম ইউনফেকুন"

(গ) ইন্নাস্‌সালাতা তানহা আনিলফাহ্‌শায়ে"

আতফাল :

(ক) সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আঃ)

(খ) ওফাতে ঈসা (আঃ)

(গ) মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

(ঘ) নামাযের গুরুত্ব (ঙ) সত্যবাদিতা

বিঃ দ্রঃ (ক) ক্লাশে ও ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সকল খেদ্দাম ও আতফালকে অবশ্যই নিজ নিজ বিছানা-পত্র, খাতা, কলম, খাওয়ার প্লেট, সুঁই-সুতা এবং সফরের প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগে আনিতে হইবে।

খ) ইতি পূর্বে সার্কুলার মারফত জানানো হইয়াছে যে, আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট (যাহা নভেম্বর ১৯৮২ হইতে অক্টোবর ১৯৮৩ তে শেষ হইবে) ইজতেমার পূর্বে তৈয়ারী করিয়া পাঠাইতে হইবে। ইহার সম্বন্ধে পুনরায় তাগিদ দেওয়া হইতেছে।

খাকসার—**মোঃ আবদুল জলিল**

মোতামাদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্-এর
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মোহতারম জনাব আমীর সাহেব ও নায়েব সদর বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ-এর অনুমোদন ক্রমে এবং কেন্দ্রের মঞ্জুরী সাপেক্ষে ইহা অতীব আনন্দের সহিত ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এই বৎসর বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহর তিন দিবস ব্যাপী ৮ম সালানা ইজতেমা ইনশাআল্লাহ আগামী ১৯, ২০ ও ২১ শে নভেম্বর/৮২ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইবে। এই মহতী লিল্লাহী ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য আনসার ভ্রাতাদের এখন হইতে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইজতেমার সংগে আনসারুল্লাহর দেশীয় শোরার অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ। উহাতে প্রত্যেক মজলিশ/জামাতের নোমায়েন্দাদের অংশ গ্রহণ করা জরুরী। স্থানীয় জয়ীম ছাড়াও প্রতি দশজন আনসারের জন্য একজন করিয়া নোমায়েন্দা নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যিনি নোমায়েন্দা হইবেন তাহাকে লাজেমী চাঁদা ও মজলিশের চাঁদা বাকায়দা আদায়কারী হইতে হইবে এবং তিনি বকেয়াদার নহেন এই মর্মে জামাতের ফাইনান্স সেক্রেটারীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট আনিতে হইবে। নোমায়েন্দাকে ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ হইতে হইবে এবং দাঁড়ি রাখিতে হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, নোমায়েন্দার নিজামের পাবন্দ হইতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে নিজাম ভংগের কোন অভিযোগ থাকিলে তিনি নোমায়েন্দা হইতে পারিবেন না। শোরার বিবেচনার জন্য কোন প্রস্তাব থাকিলে উহা স্থানীয় মজলিশের সভায় বেশীর ভাগ রায়ে অনুমোদিত হইলে কেন্দ্রে পাঠাইতে পারেন। বিস্তারিত কর্মসূচী যথাসময়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের খেদমতে প্রেরণ করা হইবে।

এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উপস্থিতিও বেশী হইবে আশা করা যায় এবং জিনিষ-পত্রের দামও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বৎসর আনুমানিক খরচের ইষ্টিমেট ২৫০০০/-টাকা ধরা হইয়াছে। অতএব, প্রত্যেক মজলিশের উপর লাজেমী চাঁদা ছাড়াও ইজতেমার চাঁদা হিসাবে অনুদানও ধার্য্য করা হইয়াছে। আপনারা সত্বর ধার্য্যকৃত অনুদান ও চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া ইজতেমার কার্যকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করতঃ আল্লাহতা'লার ফজল, রহমত ও বরকতের অধিকারী হইবেন।

সর্বশেষে ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতার খেদমতে বিশেষ দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াসসালাম।

খাকসার

ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া

নায়েমে আলা,

বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শহরের সকল জামাত সমূহকে তাহাদের স্ব-স্ব জামাতের আদায়কৃত চাঁদা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অনুকূলে ব্যাংকড্রাফটের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যান্য জামাত সমূহের বেলায়ও (যাহাদের ব্যাংকড্রাফট করা সহজতর) এই ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ রহিল। খাকসার

—এ. কে, রেজাউল করীম

সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

দোওয়ার আবেদন

(১) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব অর্শের অপারেশনের পর এখন আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তবে এখনও দুর্বলতা কাটিয়া উঠে নাই। তিনি বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর আহ্‌মদনগর গিয়াছেন। কোরবানী ঈদের পর তিনি ঢাকায় ফিরিবেন। তাঁহার পূর্ণ আরোগ্য লাভ ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়া জারী রাখার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(২) বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে জনাব মীর হাবিব আলী সাহেবের Hernia operation আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে মঙ্গলমত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণআরোগ্য লাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

(৩) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব কাফিল উদ্দিন আহমদ সাহেবের স্ত্রী আজ দীর্ঘ দিন যাবৎ বাতের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাইতেছেন। গত এক মাস যাবৎ ব্যথা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তিনি চলাফেরা মোটেই করিতে পারেন না। তাঁহার আশু রোগমুক্তির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষ ভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

শোকরিয়া আদায়

আল্লাহ্‌তায়ালার খাস রহমতে ও বুজুর্গদের দোয়ায় বিগত সপ্তাহে মোহাম্মদ সুলেমান হুসেন পিতা—মৌঃ আবদুল শহীদ গ্রাম—ছাটলাদিয়া, পোঃ রাজার বাজার, থানা—চুনারুঘাট, জিঃ শ্রীহট্ট, নিজে নিজেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

তাহার স্বাস্থ্য ও রুহানী উন্নতির জন্য বন্ধুদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

ওয়াসসালাম— খাকছার—

শহীদুর রহমান

জেঃ সেঃ ঢাকা আঃ আঃ

শোক সংবাদ

(১) জনাব মৌঃ আনিসুর রহমান (যিনি লণ্ডনে মুবাল্লেগ ছিলেন) সাহেবের আপন চাচা। 'জনাব মুন্সী সিরাজুল ইসলাম সা হেব, আহমদ নগরে গত ৯ই আগষ্ট রাত্রি ১০টা ৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করিয়াছেন ইন্না ……। তিনি ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার চক তাতাবদি গ্রাম নিবাসী মৌঃ মুন্সী বাবর আলী সাহেবের পুত্র। ১৮৯৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ২২ বৎসর বয়সে সপরিবারে আগর তলায় চলে যান। ১৯৩৫ সালে সেখানে মৌঃ আবু মুছা সাহেবের নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় আগর তলা ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কটিয়াদি থানার অন্তর্গত হালুয়া পাড়া গ্রামে তিন বৎসর অবস্থানের পর ১৯৫২ সালে দিনাজপুর জেলার বোদা থানার আহমদ নগরে এসে স্থায়ী বাসস্থান করেন এবং আমরণ এখানেই ছিলেন। তিনি একবার কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় রাবওয়াতে গিয়াছিলেন। জামাতের যে কোন কাজে, খেদমতে খালকে, মৃত সৎকারে, জামাতী সভা-সমিতিতে এবং বাজামাত নামাজে খুবই উৎসাহী এবং আদর্শ স্থানীয় মুখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী ও নাতী নাতনী রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৬ বৎসর। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াতেছি। বিনীত নিবেদক—আবদুল মতিন (আহমদনগর, দিনাজপুর)

(২) অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে মরহুম জনাব আঃ আজিজ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী মোছাঃ আবিদা খাতুন আমার মা প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে গত শুক্রবার ২৭ শে আগষ্ট দিবা গত রাত প্রায় পৌণে এগার টায় তাহার মেঝো ছেলে আলাউদ্দিন সাহেবের বাসায় তাঁহার তিন ছেলে ও এক মেয়ের উপস্থিতিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না……রাজেউন)। তাঁর রুহের মাগফেরাত ও দারজাতের বলিন্দির জন্য সকল আহমদী ভাই বোনের খেদমতে দোওয়ার অনুরোধ জানাইতেছি। আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে ধৈর্য ধারণের তৎফিক দান করেন এবং হাফেজ ও নাসের হন (আমীন)। ওয়াস্ সালাম খাকসার—

আশরাফুদ্দিন আহ্‌মেদ
প্রেসিডেন্ট, খুলনা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

কৃতি দুই ভাই

পাবনা জিলার বাঘাবাড়ীঘাট নিবাসী মৌঃ জনাব এস, এম, রজব আলী সাহেবের দুই পুত্র শহীদ মোহাম্মদ মসীহ এবং শহীদ মোবাশ্বের যথাক্রমে জুনিয়ার প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উভয়ে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তিলাভ করিয়াছে।

উক্ত ভাতৃদ্বয়ের দ্বিনী ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জামাতের সকলের নিকট দোওয়ায় আবেদন জানান যাইতেছে। নিবেদক—**শহীদ মোঃ মাসুদ**

কৃতি ছাত্র

আজহার জাবেদ ১৯৮২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ হইতে ৭৯৭ নম্বর পাইয়া পদার্থ বিজ্ঞান ও গতিক কারিগরীক অংকে লেটার নম্বর সহ সম্মিলিত মেধা তালিকায় একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ। সে মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ অহমদ খান সাহেবের জেষ্ঠ পুত্র এবং মহতারম আলী কাশেম খাঁন চৌধুরী সাহেবের পৌত্র।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar